প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

বার্ষিক মূল্য

পঞ্চম বর্ষ ১২শ সংখ্যা
সাপ্তাহিক পত্রিকা
১লা ফাল্গুন শুক্রবার—১৩৩১
১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক—শ্রীসুবোধ রায়

পল্লীব্যথা

এই সংখ্যায় আছে—
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ছায়া পড়ে চিত্তের মুকুরে (কবিতা)
জ্যোতির্ম্ময়ীর
কর্দ্দমে কমল (গল্প)
দিলীপ কুমার রায়ের
দিন কয়েকের সঙ্গীত স্রোত
(প্রবন্ধ)
বারীন্দ্রকুমার ঘোষের
প্রেমের ব্যর্থ কাহিনী (গল্প)
তা'ছাড়া—
আলোচনী
নাট্যপ্রসঙ্গ, ঘূর্ণী ও বৈঠকী

দীর্ঘকাল যে স্থায়ী হইবে
সে বিষয়ে গ্যারেণ্টি
দিতে পারি।

ক্রেতার ইচ্ছামত যে কোন
ভোল্টেরই তৈরী হয়

সাদা রংএর পাখা—৭৫৲ টাকা।

ক্লাইড ফ্যান
ক্লাইড ফ্যান

ক্লাইড ফ্যানের প্রত্যেক
অংশ আমাদের ফ্যাক্টরীতে নির্ম্মিত হয়।

মুদ্রিত তালিকায় বিশেষ বিবরণ
দেওয়া আছে তজ্জন্য পত্র লিখুন।

কাল রংএর পাখা—৬৫৲ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রদর্শনীগৃহ
২১-১ চৌরঙ্গী কলিকাতা

ক্লাইড ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিমিটেড

ফ্যান ওয়ার্কস
বকুল বাগান কলিকাতা।

বিজলী কার্য্যালয়—১৪৩, শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট, ইণ্টালী, কলিকাতা

ম্যালেরিয়া রাক্ষসী প্রত্যহ ১০০ বাঙ্গালী গ্রাস করছে!

ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি।

অনোফেলিস মশা হ'তে। এই মশা বাংলার বাড়ীর চারধারের ঝোপ জঙ্গল ও পানা ডোবা গুলিতে জন্মায় ও বাস করে। এই মশার কামড়ে জ্বর হয়—সেই জ্বর ম্যালেরিয়া।

সাধারণ নিবারণ বিধি।

বাড়ীর চারধারের ঝোপ জঙ্গল গুলি পরিষ্কার করা, পানাডোবাগুলি বুজিয়ে ফেলা ও তা'তে কেরাসিন তেল ঢালা বা যে কোন আবদ্ধ যায়গা সদা-সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

সুলভ প্রতিষেধক।

আমাদের প্রস্তুত অমৃতাদি বটিকা। প্লীহা যকৃৎ ম্যালেরিয়ার ও কুইনাইন ব্যবহারে আটকান জ্বরে অমৃতাদির অক্ষুন্ন প্রভাব। ইহা সেবনে জ্বরের পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ক্ষুধা বাড়ে ও শরীরে বল পাওয়া যায়। ৪৫ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ১৲ টাকা।

বাংলার ম্যালেরিয়া মৃত্যু সংখ্যা কমান প্রত্যেক বাঙ্গালার জাতীয় কর্ত্তব্য।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ মি

২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ফরওয়ার্ড" "আনন্দবাজার" "শাশির" প্রভৃতি সাময়িকে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত

"পল্লীব্যথা"র কবি—সাবিত্রীপ্রসন্নের নূতন কবিতার বই

—মধুমালতী—

প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

বেঙ্গল পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরীর ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা — কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর — সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ৭ টিউব — সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, পাইকারী দর স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান— বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

সেণ্ট্রাল কালকাতা বোর্ডিং
২নং নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার ও ৩০নং [illegible] ঘোষ ষ্ট্রীট

স্বাবলম্বীন পার্কের উপর চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক আলোক পরিশোভিত অট্টালিকায় বাড়ীর মত থাকার উপযুক্ত স্থান। খাদ্য দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এখানকার বিশেষত্ব।

মাসিক চার্জ্জ—১৯৲ ২১৲ ২৩৲ ২৫৲ ২৮৲।
সত্ত্বাধিকারী—এ, ভাদুড়ী।

ডাঃ সি, বিশ্বাসের
কুইনাইন ট্যাবলেট।
বর্ত্তমানযুগেকুইনাইনের ন্যায়জ্বর নাশক ঔষধ আর নাই। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যেরূপ জ্বর হউক না কেন, আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট সেবনে সত্বর আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ শিশি ১০০ ট্যাবলেট ১৷৹ মাঃ ।৹ আনা
শ্রীশরৎ চন্দ্র শীল ১৫।৩ লক্ষ্মী দত্ত লেন।
এজেন্টপোষ্ট বাগবাজার কলিকাতা। চাই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সহঃসম্পাদক—শ্রীসুবোধ রায়

৫ম বর্ষ | শুক্রবার, ১ ফাল্গুন, ১৩৩১ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনী

দুর্ভাগা ভারত

[illegible] আজ কি অন্তরের দীনতায় [illegible] জড় হইয়া আছে?—না, এ [illegible] একদিনকার স্বাধীনতা-[illegible] একদিন যে জাতি [illegible] বিমুখ হইয়া, স্বাধীনতার [illegible] নিজের দেহের শক্তি, মনের [illegible] অন্তরের নিষ্ঠা [illegible] এক দুর্দ্ধর্ষ তেজে [illegible] করিয়া চলিয়াছিল—সে আজ সামান্য কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ—[illegible] উচ্চ শিরস্ত্রাণের [illegible] আজ নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে।

অন্যায় নিয়মের [illegible], শাসক ও শোষকের নিষ্ঠুর [illegible], [illegible] স্বজাতি-বিদ্রোহে [illegible] দুর্দিন [illegible] [illegible]—[illegible] কিছুই [illegible] না।—

[illegible]

[illegible] আত্মাচারীর উদ্যত [illegible] আমাদের এই [illegible] উপর [illegible] আছে, [illegible] অহর্নিশ [illegible];—দিনের [illegible] আলোকে, [illegible] অন্ধকারে, গ্রীষ্মে বর্ষায়, শরতে হেমন্তে [illegible] টানিয়া [illegible]—কিন্তু [illegible] শেষ নাই?—

[illegible] ভারতবর্ষে আজ [illegible] উপরও বুঝি আমাদের অধিকার নাই। [illegible] আমরা আজ কি [illegible] না [illegible]—কিন্তু [illegible]—এই [illegible] মধ্যে আজ যে [illegible] পাড়তে বসিয়াছে—ইহাতে আমাদের অন্তরশক্তিরই অভাব বলিয়া মনে হয়।

[illegible] কি এই [illegible] সৃষ্টি করিয়া [illegible] হইয়া যাইবে?

[illegible] কোনও [illegible] সৃষ্টি [illegible] নাই [illegible] উপর আজ [illegible] হইয়াছে।—[illegible] মুক্তি-[illegible] আমরা যে [illegible] তারা কি আজ [illegible] যাইবে?

অর্ডারের সময় বিজলীর নাম উল্লেখ করিবেন

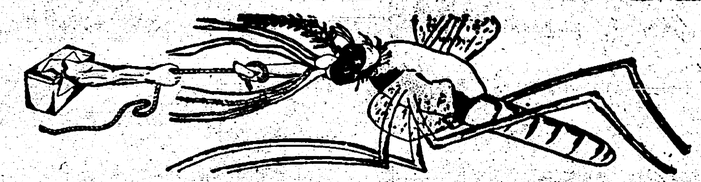

ম্যালেরিয়া রাক্ষসী প্রত্যহ ১০০ বাঙ্গালী গ্রাস করছে !

ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি।

এনোফেলিস মশা হ'তে। এই মশা বাংলায় বাড়ীর চারধারের ঝোপ জঙ্গল ও পানা ডোবা গুলিতে জন্মায় ও বাস করে। এই মশার কামড়ে জর হয়—সেই জর ম্যালেরিয়া।

সাধারণ নিবারণ বিধি।

বাড়ীর চারধারের ঝোপ জঙ্গল গুলি পরিষ্কার করা, খানাডোবাগুলি বুজিয়ে ফেলা ও তা'তে কেরাসিন তেল ঢালা বা যে কোন আবদ্ধ যায়গা সদা-সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

বাংলার ম্যালেরিয়া মৃত্যু সংখ্যা কমান
প্রত্যেক বাঙ্গালার জাতীয় কর্ত্তব্য।

সুলভ প্রতিষেধক।

আমাদের প্রস্তুত অমৃতাদি বটিকা। প্লীহা যকৃৎ ম্যালেরিয়ার ও কুইনাইন ব্যবহারে আটকান জরে অমৃতাদির অক্ষুণ্ণ প্রভাব। ইহা সেবনে জরের পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ক্ষুধা বাড়ে ও শরীরে বল পাওয়া যায়। ৪৫ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ১৲ টাকা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ মি
২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ফরওয়ার্ড" "আনন্দ-বাজার" "শিশির" প্রভৃতি সাময়িকে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত

"পল্লীব্যথা"র কবি—সাবিত্রীপ্রসন্নের নূতন কবিতার বই
—মধুমালতী—
প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

বেঙ্গল পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডাস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা
কুইনাইন ট্যাবলেট
৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট।৴ টিউব সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক, পাইকারী দর স্বতন্ত্র
প্রাপ্তিস্থান—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট,
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

সেণ্ট্রাল কলিকাতা বোর্ডিং
২নং নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার ও ৩০নং সাতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
সুবিস্তীর্ণ পার্কের উপর চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক আলোকে পরিশোভিত অট্টালিকায় বাড়ীর মত থাকার উপযুক্ত স্থান। খাদ্য দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এখানকার বিশেষত্ব।
মাসিক চার্জ্জ—১৯৲ ২১৲ ২৩৲ ২৬৲ ২৮৲।
সত্বাধিকারী—এ, ভাদুড়ী।

ডাঃ সি, বিশ্বাসের
কুইনাইন ট্যাবলেট।
বর্ত্তমান যুগে কুইনাইনের ন্যায় জ্বর নাশক ঔষধ আর নাই। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যেরূপ জ্বর হউক না কেন, আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট সেবনে সত্বর আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ শিশি ১০০ ট্যাবলেট ১।০ মাঃ ।০ আনা
শ্রীশরৎ চন্দ্র শীল ১৫৩ লক্ষ্মী দত্ত লেন।
এজেণ্ট পোষ্ট বাগবাজার কলিকাতা। চাই

সম্পাদক—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সহঃসম্পাদক—শ্রীসুবোধ রায়

৫ম বর্ষ | শুক্রবার, ১ ফাল্গুন, ১৩৩১ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনী

দুর্ভাগা ভারত

ভারতবর্ষ আজ কি অন্তরের দীনতায় নৈষ্কর্ম্ম্যের লজ্জায় শুব্ধ হইয়া আছে ?—না, এ তাহার এতদিনকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্লান্তিজনিত অবসাদ ? একদিন যে জাতি ভোগসুখের প্রতি বিমুখ হইয়া, স্বার্থসাধনের সুগম পথ হইতে ফিরিয়া, অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে আশাভরা উৎসাহে নিজের দেহের শক্তি, মনের ভক্তি ও অন্তরের নিষ্ঠা লইয়া এক দুর্দ্ধর্ষ তেজে অভিযান করিয়া চলিয়াছিল—সে আজ সামান্য কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ—মনুষ্যত্বের উচ্চ সিংহাসনের তলে সে আজ নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে !

অন্যায় নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, শাসক ও শোষকের নির্ম্মম শাসনে সন্ত্রাসিত, আত্মবিদ্রোহে ও স্বজাতি-বিরোধে দুর্ব্বলপ্রাণ ভারতের মুখে আজ মুক্তিলাভের ন্যায্য দাবী বলীয়ান বিজয়ী জাতির হাস্য বিদ্রূপের মধ্যে দরবার গৃহের ধূলিরাশিতে মিশিয়া গেল।—অভাগ্য ভারতের সৌভাগ্যবান্ ভাগ্যবিধাতাদের আরক্তিম মুখে সে দিন যে কুটিল হাসির রেখা দেখা দিল—তাহা আর যাহাই হউক আমাদের মনে লজ্জা ও বেদনা ছাড়া আর কিছুরই সঞ্চার করিল না।—

মনকে ফাঁকী দিয়া সে দিন বুদ্ধির আওতায় আশ্রয় লইয়া নিজেকে আশ্বস্ত করিলাম—"ইহা ত জানা কথা—পরাধীন জাতির প্রতি ইহাই ত চিরাচরিত ব্যবহার।"

কিন্তু ইহাই কি শেষ ?—যুগযুগান্তের পরাধীন জাতির প্রতিদিনের অন্ধ সংস্কার, পরপদ লেহনের মজ্জাগত অভ্যাস, দুর্ব্বহ দাসজীবনের দৈনন্দিন দুঃখ বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদের ইহাই কি শেষ চেষ্টা ?

অত্যাচারীর উদ্যত খড়্গ রাত্রিদিন আমাদের এই শীর্ণ মাথাটার উপর সুযোগের প্রতীক্ষায় মাত্র আছে, দীর্ণ বক্ষের দুর্ব্বল অস্থি ক'খানির উপর অহর্নিশি দুর্ভর পাষাণ শিলার নিষ্পেষণ চলিতেছে ;—দিনের অম্লান আলোকে, রাত্রির গভীর অন্ধকারে, গ্রীষ্মে বর্ষায়, শরতে হেমন্তে দাসত্বের ঘানি ত আমরা সমানভাবেই টানিয়া চলিতেছি—কিন্তু ইহার কি আর শেষ নাই ?—

বহুবর্ষের মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে আজ মুক্ত আলো বাতাসের উপরও বুঝি আমাদের অধিকার নাই। পরাধীনতার অমার্জ্জনীয় অপরাধে আমরা আজ কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতেছি।—কিন্তু তথাপি—এই জাগ্রত কর্ম্ম প্রবাহের মধ্যে আজ যে হঠাৎ ভাঁটা পড়িতে বসিয়াছে—ইহাতে আমাদের অন্তরশক্তিরই অভাব বলিয়া মনে হয়।

অনাচারে অবিচারে বিপর্য্যস্ত জাতির যে জাগরণ তাহা কি এই প্রকার ক্ষণিক উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ?

কোনও কালে কোনও উদ্বুদ্ধ জাতির জীবন-সংগ্রাম ত জাতি গঠনের পথে বাধার সৃষ্টি করে নাই—কিন্তু ভারতের ভাগ্যদোষে জাতি-স্বাতন্ত্র্যের উপর আজ স্বার্থপিশাচের অর্চ্চনা হইতেছে।—সেই উন্মত্ত উৎসবের বাদ্যোদমের উতরোলে আজ মুক্তি-দেবতার পূজার মন্ত্র অশ্রুতপ্রায় !—রুদ্ধশ্বাস ভারতের অন্তরাত্মার উদ্বোধনের দিন ত আসিয়াছিল—মুক্তিপথের আত্মভোলা সঙ্গীতে জাগ্রত হইয়া আমরা যে বিজয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম—তাহা কি আজ অর্দ্ধপথেই থামিয়া যাইবে ?

আইন-পরিষদ ও অর্ডিন্যান্স বিল

বিপ্লবপন্থীদের দমনের উদ্দেশ্যে যখন "রাউলাট আইন" প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—তখন সমস্ত দেশের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিবাদের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের নাগরিক জীবনের উপর এই প্রকার অন্যায় আইনের শাসনকে কেহ সেদিন সমর্থন করিতে পারে নাই।—জনকয়েক পদলোভী আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারী ও "জো-হুজুরের" সমর্থন ও চেষ্টায় সেদিন এ দেশে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া সরকার বাহাদুর এই প্রকার আইনের প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু এই প্রকার অবিমৃষ্যকারিতার ফল অনতিকাল মধ্যেই সরকার বাহাদুরকে ভোগ করিতে হইয়াছিল—এবং তাহার অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া হইতে আজ পর্য্যন্ত শাসক সম্প্রদায় নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই!—তাহার জের না মিটিতেই আবার যে সরকার বাহাদুর আজ "অর্ডিনান্স আইন" পেশ করিয়া দেশে 'শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার' জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ইহার যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত কারণ একমাত্র তাঁহাদেরই জানা আছে। এ পর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বরের নানা স্থানের উচ্চ বক্তৃতায় এবং রাজসরকারের ভিতর বাহিরের নিস্তব্ধ।অথচ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এই আইনের বলে বিপ্লব দমনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।—পারি নাই বলিয়াই আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছে।

যে "সংস্কার আইনের" বলে আজ ভারতবর্ষে আমরা আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত আইন মজলিশ পাইয়াছি—শাসন কার্য্যে মন্ত্রিত্ব করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যে এই প্রকার জনমতকে পদদলিত করিবার ইচ্ছাও যে কোনও খানে রাজনীতির 'মন্ত্রগুপ্তির' মত গোপন আছে ইহা আমরা কোন দিন মনে করি নাই!

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা দেশের জন্য—অথচ সেই দেশের কণ্ঠরোধ করিয়া, আইনের নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া আলো বাতাসহীন অন্ধকারের মধ্যে জীবনকে নিরাময় ও প্রাণকে নিরাপদ করিবার যে নির্ম্মম ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা দেখিয়া এবং আসন্ন ভবিষ্যতের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

রাউলাট আইনের তীব্র প্রতিবাদ আমরা অসহযোগ আন্দোলনে মূর্ত্ত দেখিয়াছি—দেশের মধ্যে যে বেদনা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল দেশবাসী তাহা এই চারি বৎসরের কার্য্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু ক্ষোভের কথা এই—আইন মজলিশে প্রতিনিধি পাঠাইয়াই কি দেশবাসীর কর্ত্তব্যের শেষ হইল?—বাঙলার আইন-পরিষদে অধিকাংশ প্রতিনিধি জনসাধারণের নির্দ্দেশে প্রতিবাদ করিলেও অনেকে তাহা করেন নাই এবং বাঙলা পরিষদের বিজয়ের পর আবার দিল্লির আইন পরিষদেও অর্ডিন্যান্স আইনকে বাতিল করা হইয়াছে—তৎসত্ত্বেও যে বড় লাট বাহাদুর ক্ষমতাবিশেষের প্রয়োগে উহা আইনে প্রবর্ত্তিত করিবেন ইহাও ঠিক।

এই দুরুহ সমস্যার দিনে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাই ভাবিবার বিষয়!—আমাদের প্রতিনিধিগণের কর্ত্তব্যও ত শেষ হইল।—তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদসত্ত্বেও যদি অর্ডিন্যান্স আইন কার্য্যকরী হয় তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহাদের একযোগে সভ্যপদে ইস্তফা দিয়া দেখা উচিত দেশবাসী আইন মজলিসে তাঁহাদিগকেই চায় কিনা।—তাঁহাদের কর্ম্মের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকিলে পুনরায় তাঁহারাই যে নির্ব্বাচিত হইবেন ইহা সুনিশ্চিত।

তাঁহারা পুনঃপুনঃ এই প্রকার ব্যবহারের দ্বারা দেশশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বহীনতার প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারেন যে ভারতবর্ষের এই দ্বৈতশাসনের মূলে রাজসরকারের কর্ত্তৃত্বই পুরা মাত্রায় বজায় আছে। ভারতবর্ষকে আত্ম-কর্ত্তৃত্বের সুযোগ বিধানের জন্য তাঁহারা তিলমাত্র ব্যস্ত নন—ব্রিটীশ স্বার্থসংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দমননীতিরই আশ্রয় লইতে পারেন।

ছাত্রশাসন তন্ত্র

প্রেসিডেন্সী কলেজের "ইউনিয়নে"র উৎসবে লর্ড লিটনের নিমন্ত্রণ সম্পর্কে প্রিন্সিপ্যাল ষ্টেপেলটন্ সাহেবের ছাত্রদের প্রতি যেরূপ আচরণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহার সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব। প্রেসিডেন্সি কলেজের বহু পূর্ব্বের এই প্রকার ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' থেকে নিম্নে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

" 'কলেজের বিধাতাপুরুষের 'বিধানে' ছাত্রদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জ্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা … …

জেলখানার কয়েদী নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারো বাধে না কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। সৈন্যদলকে তৈরী করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে, লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফরমাস তার উপরে … …

কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদী বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা ত মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে … যাদের উচিত ছিল, জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জ্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোন মতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্ব্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন, যাঁরা জানেন শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না … যারা নিজের বিদ্যা, পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজেই পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাসওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।"

কয়েকদিনের সঙ্গীত-স্রোত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীদিলীপকুমার রায়]

সেদিন—অর্থাৎ ৯ই জানুয়ারী রাত্রি ৯টার সময় বিখ্যাত আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর অপূর্ব্ব ব্যাণ্ড বাজিয়েছিলেন। ১৭।১৮ জন অনাথ বালককে নিয়ে আলাউদ্দীন খাঁ মাইহার রাজ্যে এই ব্যাণ্ড গঠন করেন। আমাকে বল্লেন যে ৫।৭টী অনাথা বালিকাকেও তিনি এই ব্যাণ্ডের জন্যে গ'ড়ে তুলেছেন, তবে এ সম্মেলনের হাঙ্গামে তাদের আনেন নি। তাদের মধ্যে নাকি পিয়ানও বাজায় এমন মেয়ে আছে। লক্ষ্ণৌয়ের ব্যাণ্ডে পিয়ানো বাজে নি; তবে যা' বেজেছিল তাতেই আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ৪।৫ জন বালক সেতার বাজাল, ৩ জন বাঁশী, ১ জন বেহালা, দুটী দুগ্ধপোষ্য শিশু তবলা, একজন Violencello ও একটী ৭।৮ বৎসরের বালক জলতরঙ্গের ঢঙে নানা সুরের ছোটবড় লোহার নল বাজিয়েছিল। এ নলগুলি একটা কাঠের বাক্সের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল ও তার আওয়াজ ও বাজানর পদ্ধতি জলতরঙ্গের চেয়ে সতেজ পরিষ্কার ও সুশ্রাব্য। এ বালকটির বাজানর দক্ষতা অদ্ভুত বল্লেই হয়। সমস্ত ব্যাণ্ডের ধরুতে গেলে সে একরকম প্রাণ বল্লেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। আলাউদ্দীন খাঁ নিজে বেহালা বাজিয়ে conductorএর কাজ করেছিলেন।

ব্যাণ্ডটি যে কি অপূর্ব্ব মধুরতার সৃষ্টি করেছিল ও সমজদার অসমজদারকে যে কিরূপ এককালে মুগ্ধ করেছিল সে কথার যথার্থতা বর্ণনা করা অসম্ভব। যাঁরা আলাউদ্দীন খাঁ'র এ ব্যাণ্ড শোনেন নি, তাঁরা আমার এ উচ্ছ্বসিত উৎসাহ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। কারণ এ ব্যাণ্ডে যা শোনা গেল তার ঢং ঠিক স্বদেশীও নয়—বিলিতিও নয়, অথচ তাতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারাটি অক্ষুণ্ণ ছিল। এ একটা সৃষ্টি। ওস্তাদ সম্প্রদায় বা বিজ্ঞতম সমজদার সম্প্রদায় হয়ত এরূপ সৃষ্টির মাধুর্য্য ও ভঙ্গিমা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না; কারণ নূতনত্ব সহজে পুরাতনপন্থাদের কাছে আমল পায় না, এটা অনেকটা জীবনের ধর্ম্ম হিসেবে বোধহয় গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সুখের বিষয় যে জীবনের ধর্ম্ম শুধু এই গতানুগতিকতার খাঁজেই গড়িয়ে চলে না, সময়ে সময়ে অনন্যসাধারণ প্রতিভার হাতে প'ড়ে নূতন ভাবে গঠিত, সৃষ্ট ও কল্পিত হয়ে মহিমাময় হ'য়ে ওঠে। এ অভিনবত্বের বিরুদ্ধে প্রবীণরা সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে আসছে; কিন্তু পরাভবও স্বীকার না ক'রে পারে না। এ দুঃখময় জগতে যদি আশার বাণী ভরসার কথা কিছু থাকে তবে এ সত্যটি তাদের অন্যতম সন্দেহ নেই।

আলাউদ্দীন খাঁ'কে একজন অতি উচ্চতম শ্রেণীর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ ব'লে মনে করার অনেক কারণ আছে। উত্তরভারতে তাঁর মতন সারঙ্গ বা বেহালা আমি শুনেছি ব'লে মনে হয় না। তার উপর তিনি সেতার সুরবাহার, তবলা, কর্ণেট, বাঁশী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত রকম বাজনাতেই নিপুণ। এ রকম প্রতিভা ইউরোপে জন্মগ্রহণ ক'রলে দেশদেশান্তর থেকে লোক দেখতে আসতো;—যেমন ভিক্টর হিউগোর পরিচ্ছদের একটী প্রান্ত স্পর্শ করতে একজন তীর্থযাত্রী বহুদূর হ'তে এসেছিল। তবে দুঃখ এই, আমাদের দেশের শিল্পকলায় প্রবুদ্ধ লোকমতও গ'ড়ে ওঠে নি ব'লে সঙ্গীতাদি ললিতকলার অনন্যসাধারণ প্রতিভার দাম দিতে লোকে জানেও না, শেখেও নি। তা' ছাড়া আর একটা কথা আছে।

সঙ্গীতাদি তুচ্ছ শিল্পকলা নিয়ে মাথা ঘামানও আমরা পণ্ডশ্রম মনে করি। কাজেই আলাউদ্দীন খাঁ কলিকাতায় এলেন কিন্তু কোনও উৎসাহ না পেয়ে বাংলার বাইরে মাইহার রাজসরকারে চাকরী নিতে বাধ্য হ'লেন। বাঙালী বাংলার বাইরে যাবে না এমন কথা আমি বলি না, বা আলাউদ্দীনকে বাঙালীর গৌরব হিসেবেও দেখার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, এমন কি ভারতের গৌরব হিসেবেও আমি দেখতে চাই না—যেহেতু তাঁকে শিল্প-জগতের গৌরব বলে মনে করাই সব চেয়ে সঙ্গত বলে মনে হয়। আমি কলিকাতার মতন সহরে তাঁর অনাদরের কথার উল্লেখ করলাম শুধু দেখাতে—সঙ্গীত-কলার প্রতি আমাদের শিক্ষিত, অপিচ অভিজাত সমাজের নিহিত অবজ্ঞা কত গভীর। অথচ ভেবে দেখলে দেখা যায় যদি মানুষের হৃদয়ের সৌকুমার্য্যের (refinement) উৎকর্ষ সাধন করতে হয়. যদি মানুষকে সত্য সত্য সভ্য ব'লে পরিচয় দিতে হয় তাহলে সুন্দরকে ভালবাসা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমরা সুন্দরকে, মহিমময়কে, সত্যকে যত গভীরভাবে ভালবাসতে শিখি, আমাদের প্রবৃত্তির অসারতা, পাশবিকতার ততই উর্দ্ধে উঠতে সক্ষম হই। অরবিন্দ তাঁ'র National Value of Artএ দেখিয়েছেন আমাদের নীতিবোধের বিকাশের ওপর সুন্দরের প্রভাব কত বেশী,—যেমন নিষ্ঠুরতা, পাশবিক প্রবৃত্তি অন্যায় ব'লে গণ্য হওয়ার অনেকখানি কারণ নিহিত আছে এ সবের কদর্য্যতার মধ্যে। কথাটা খুবই সত্য সন্দেহ নেই। তবে একটা কথা এ সম্পর্কে ভোলা চলে না ও সেটা এই যে, এ ভালবাসার ক্ষমতা অর্জ্জনসাপেক্ষ,—অর্থাৎ এটা সত্যই শিখতে হয়। আশৈশব শুধু অর্থকরী বিদ্যা ও অর্থসার নীতি শুনলে আমাদের মনের এদিকের সুন্দরতম বিকাশ অনেকটা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়। আলাউদ্দীন খাঁকে শিক্ষাভিমানী বাঙালীর দুয়ারে হাত পাততে হয়েছিল ও প্রত্যাখ্যাত হ'তে হয়েছিল এটা যে বাঙালীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার বিরুদ্ধে কতবড় একটা অভিযোগ তা' লক্ষ্ণৌয়ে আলাউদ্দীনের মহিমময় শিল্পসৃষ্টির নমুনা দেখে অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। কোনও কোনও বাঙালী গর্ব্বস্ফীত হ'য়ে বলতেন যে আলাউদ্দীন বাঙালীর গৌরব। আমার ত' মনে হ'ত তাঁদের জিজ্ঞাসা করি—যে আলাউদ্দীন

কলিকাতায় মাথা গুঁজবার স্থান পেলেন না সেটাও কি বাঙালীর গুণগ্রাহিতার বা সভ্যতার গৌরব? তাই বলি আমাদের cultureএর অভিমান ও বড়াই বোধ হয় একটু কম ক'রে করাই শোভন।—যাক্ এ কথা।

আলাউদ্দীন খাঁ সে দিন ব্যাণ্ডে তিলক কামোদ, শঙ্করা ও বেহাগ বাজিয়েছিলেন। সকলে সব সময়ে একত্রে বাজাত না—এক এক সময়ে হয়ত শুধু বাঁশী বাজ্‌ল বা বেহালা ও এস্রাজ বাজ্‌ল। মাঝে মাঝে হয়ত বা লোহার জলতরঙ্গ ঝঙ্কার দিয়ে বিচ্ছেদে চলে গেল। কখনও জলদ্, কখনও ঠায়ে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে, কখন নিম্নস্বরে, কখনও আড়িতে কখনও সরলভাবে—এরূপ অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের মশ্‌লা দিয়ে যে রসটি আলাউদ্দীন খাঁ সৃষ্টি করেছিলেন সেটা শ্রোতৃবৃন্দের কাছে একটা revelation স্বরূপে এসেছিল বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। ফলে হ'ল এই যে তিন দিন এ ব্যাণ্ড বাজাবার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হ'ল যদিও প্রথম দিন কর্ত্তৃপক্ষ আলাউদ্দীনকে মণ্ডপের ভিতরে ব্যাণ্ড বাজাতে অনুমতিই দিতে চাননি, বলেছিলেন মণ্ডপের বাইরে বাজানো হ'ক। আলাউদ্দীন তাতে স্বস্থানে প্রস্থান করার অসুবিধাকর প্রস্তাব করাতে কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁকে আধ ঘণ্টা মাত্র সময় দিয়েছিলেন। আলাউদ্দীন খাঁ আমাকে আক্ষেপ ক'রে বল্‌লেন যে তিনি ২০০।৩০০ গৎ ছেলেদের শিখিয়েছেন—কিন্তু মাত্র আধ ঘণ্টায় তিনি কতটুকু শোনাবেন? যাই হোক্ পরে তাঁকে যথেষ্ট সময় না দিয়েই কর্ত্তৃপক্ষ পারেননি—তাঁদের গোঁড়ামী সত্ত্বেও। এতেই খানিকটা বুঝতে পারা যাবে আলাউদ্দীন খাঁ পাঁচ জনের মনের উপর কতটা গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছিলেন। আমার মনে হয় যে আলাউদ্দীন যদি কলিকাতা বোম্বে প্রভৃতি বড় বড় সহরে এরকম দু'একটা ব্যাণ্ড পার্টি orgranize ক'রে দিয়ে যান তবে আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের একটা বড় অভাব পূর্ণ হয়। এর ফলে যদি আর কোনও সুফল না-ও ফলে তা' হ'লে অন্ততঃ এটাও ত বুঝতে পারব যে আমাদের সচরাচর concert আখ্যায় অভিহিত সঙ্গীতের আর্ত্তনাদ সহ্য করাটা আমাদের সঙ্গীতের গুণগ্রাহিতার বিরুদ্ধে একটা কত বড় অভিযোগ! এটা একটা কম লাভ নয় একথা বোঝবার আমাদের সময় এসেছে।

তারপরে সে দিন রামপুরের ধ্রুপদী নাজির খাঁ আড়ানা ও হিন্দোল গাইলেন। গানটি মন্দ নয়—কর্ত্তব্য ও বেশ সুসম্পন্ন। তবে কল্পনার কোনও মহত্ত্বই ছিল না। শ্রীযুক্ত ভাতখণ্ডে এঁর সুখ্যাতি করেছিলেন—কিন্তু আমি অনেকটা নিরাশই হ'য়েছিলাম বল্‌তে হবে। এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করছি। ভাতখণ্ডে প্রমুখ সত্যকার সমজ্‌দারের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে এঁরা সঙ্গীতে রাগতাল শুদ্ধ ও তানালাপ বাঁট প্রভৃতির technical perfection হ'লেই অনেকটা খুসী থাকেন ব'লে মনে হয়—যদিও ভাতখণ্ডে নিজে "গানের মধ্যে প্রাণের মূল্য" তাঁর সতীর্থদের চেয়ে অনেক বেশী বোঝেন। তবে আমাদের ঠিক আগেকার generation হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে সচরাচর কি চোখে দেখতেন এখন আমি সেই কথা মনে ক'রেই আমাদের মতামতের সঙ্গেই তাঁদের মতামতের তুলনা করছি। কারণ ভাতখণ্ডে নিজে অনেকটা এগিয়ে এলেও (কেননা গানের নিছক্ মিষ্টত্বে তাঁকে দ্রবীভূত হ'তে দেখেছি) তাঁর ঠাকুর নবাবালিপ্রমুখ সতীর্থেরা অনেক পেছিয়ে আছেন। যাই হোক্ নাজির খাঁর গান শোন্‌বার জন্য যে আমি ভবিষ্যতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠব না এটা ধ্রুব—যদিও শুষ্ক এলাহাবাদের চন্দ্রশেখর ব'লে একটী বালকের গান শুন্‌তে আমি কাশী থেকে এলাহাবাদ গিয়েছিলাম। ও বালকটিকে লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে অনেক ফ'রে গাইয়েছিলাম। তবে সে কথা যথাস্থানে।

যা' বল্‌ছিলাম—এই নিছক্ classicism জিনিষটার ভক্ত হ'তে বোধ হয় আমরা একেবারেই পারি না ও পারবও না। তাই আল্লাবন্দে খাঁর গান আমার ভাল লাগেনি, অথচ ভাতখণ্ডে প্রমুখ সমজ্‌দারেরা তাঁর ভারি ভক্ত। কিন্তু আমার মনে হয় যে শুধু আমাদের সঙ্গীতের নয় যে কোনও সঙ্গীতের প্রাণ বিরাজ করে—সেটা অনুভব করার মধ্যে। একথা আমি অনেকবার বলেছি। তবে আরও অনেকবার বলার দরকার আছে ব'লেই আবার বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাবন্দে, নাজির খাঁ প্রমুখ শতকরা নিরানব্বই জন ওস্তাদ আজ যে তানালাপে মশ্‌গুল হ'য়ে থাকেন সেটা তাঁরা নিজেরা অনুভব করেন না। কাজেই তাঁদের প্রকাশভঙ্গীতে তাঁদের দরদ ফুটে ওঠে না। ওইটেই তাঁদের বিরুদ্ধে আমার প্রধান অভিযোগ। নইলে তাঁদের সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এবং এইখানেই ঠাকুর নবাবালি, ভাতখণ্ডে প্রমুখ সমজ্‌দারদের প্রবুদ্ধ উপভোগ ও আমাদের সাদুরাগ উপভোগের প্রধান তফাৎ। গানে দরদ না থাক্‌লে তা' আমাদের আশ্চর্য্য বা স্তম্ভিত করতে পারে বটে কিন্তু—মোহিত করতে পারে না। গানের নিহিত মহিমা যে তার ভাবের উপর নির্ভর করে, নিছক্ ওস্তাদীর ভক্তগণ প্রায়ই সে কথা ভুলে যান দেখা যায়। উদাহরণতঃ—অতি মর্ম্মস্পর্শী মিষ্ট গানে এঁরা সাড়া প্রায় দেন না বল্‌লেই চলে; অথচ সুরের ক্লাস্তিকর মল্লযুদ্ধে এঁদের অন্তরের আনন্দের কথা জানি না, কিন্তু বাইরে খুবই বাহবা দিতে শুনেছি—সে বাহবার সদর্থ যাই হোক্। আমার বিশ্বাস হয় না এ বাহবার মানে এই যে তাঁদের অন্তরে এতে পুলক শিহরণ জাগে। আমার মনে হয় এ বাহবার সদর্থ শুধু নিছক্ ওস্তাদিকে স্বীকার করা মাত্র। অথচ ফল হ'য়েছে এই যে গানের প্রাণটি কোথায় সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শেষটা সে বস্তুটির অস্তিত্বও এঁরা ভুলে বসে আছেন। হৃদয়স্পর্শী সরল মিষ্টতাতে সাড়া দিতে না পারার এইটেই বোধ হয় নিহিত মনস্তত্ত্ব।

আমার এ কথার আর একটা উদাহরণ মিলেছিল যখন এঁরা সকলে মিলে রামপুরের মুস্তাফ হোসেনকে মেডেল দিলেন। এঁর কর্ত্তব অসাধারণ, গলার কাজ আশ্চর্য্য ও সুর চড়ে নামে বোধ হয় তিন সপ্তক। কিন্তু এঁর গান এতই কুশ্রী অঙ্গভঙ্গীদোষদুষ্ট ও প্রাণহীন (অবশ্য ক্রন্দন লক্ষ কম্পরূপ প্রাণের কথা বল্‌ছি না, সুরের মধ্যে দরদ-রূপ প্রাণের কথা বল্‌ছি) যে তাঁকে মেডেল দেওয়াটা আমার কাছে সমর্থনযোগ্য বলে' মনে হয়নি। অবশ্য দয়াপরবশ হ'য়ে দরিদ্র গায়ককে মেডেল দেওয়া হয় তাতে আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু যেখানে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের

তরফ থেকে মেডেল দেওয়ার একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আছে সেখানে মেডেলটা ভেবে চিন্তেই দেওয়া উচিত বলে' আমার মনে হয়। আলাউদ্দীনকেও রৌপ্য পদক দেওয়া হ'য়েছিল, মুস্তাফ হোসেনকেও তাই। অথচ এ দু'জনের মধ্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! প্রভেদ এই যে একজন শিল্পী, যন্ত্রে কলি, আর একজন ওস্তাদ, সুরের পালোয়ান মাত্র। এই সব দেখে শুনেই আমার মনে হয় লক্ষ্ণৌএর বিচারকগণের সঙ্গে আমাদের মতামতের একটা মস্ত ব্যবধান থাক্‌বেই।

সেদিন মুস্তাফ হোসেন, মালকোষ, বেহাগ ও ভেলেনা গেয়েছিলেন। ঠাকুর নবাব আলি তাঁর মল্লযুদ্ধে বাহবাপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমার ত' তাঁর মুদ্রাদোষ অসহ্য মনে হচ্ছিল। এগানে একটা কথা ভেবে দেখা দরকার। যে গানের ভাব সুন্দর তার আনুসঙ্গিক ভাবভঙ্গীও সুন্দর হওয়াটা যে একান্ত প্রয়োজন! নইলে ভাব বজায় রাখা কেমন ক'রে সম্ভবপর হ'তে পারে? মুস্তাফ হোসেনের সেদিনকার লম্ফঝম্প, চক্ষু বিস্ফারণ, নয়ন ব্যাদান ভূমিলুণ্ঠন, ভূয়ঃ চীৎকার ও হস্তোৎক্ষেপকে কোনও ভারতীয় সংগীতানভিজ্ঞ ভিষক্‌রাজের পক্ষে ধনুষ্টঙ্কারের নিদান স্বরূপ গণ্য করাও বোধ হয় অসম্ভব ছিল না। লক্ষ্ণৌয়ের একজন সঙ্গীতজ্ঞ কাশ্মীরী অভিজাত তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে বলেছিলেন যে এ সঙ্গীত নিশ্চয়ই একটা অসম্ভব রকমের মহৎ ব্যাপার; যেহেতু এতে নেই কি?—আতস বাজী আছে, ভূঁইপটকা আছে—এমন কি ছুছুন্দর বাজীও বাদ যায়নি। অনুরূপ একজন গায়কের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম। তাঁর ভক্ত বল্‌লেন—"মহাশয়, ওস্তাদপুঙ্গবের অসাধারণ সঙ্গীতনৈপুণ্যের কথা আর কি বল্‌ব? গাইতে গাইতে তন্ময় হ'য়ে তিনি শেষটা কিনা সতরঞ্চখানাকে কোলে তুলে নিলেন!"

শেষ বাজ্‌লেন ইয়ুসুফ খাঁ ব'লে লক্ষ্ণৌয়ের একজন সেতারী। আমি আগেই এঁর সেতার শুনেছিলাম। মন্দ বাজান না, তবে অসাধারণত্ব বড় কম। সে দিন রাত ১২টা বাজে দেখে এঁর সেতার না শুনেই প্রস্থান করেছিলাম। কারণ লক্ষ্ণৌএর শীতে অত রাত্রি ক'রে শোন্‌বার মতন গুণী ইনি ছিলেন না।

তৎপর দিন অর্থাৎ ১০ই জানুয়ারী বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের বন্ধু ও শিষ্য বোম্বাইয়ের এস্, এন্ কর্ণাদ মহোদয় "১২ রকম টোড়ি" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ ক'রেছিলেন। প্রবন্ধটীর চেয়ে প্রবন্ধের উদাহরণগুলি—ভাতখণ্ডের শিষ্য যুবক রতনজনকর গান গেয়ে উদাহরণগুলি দেখিয়েছিলেন—বেশী চিত্তাকর্ষক হ'য়েছিল। তারপর বাশদার এক জমিদার প্রভাত দেওজীর লিখিত একটী হিন্দী প্রবন্ধ পঠিত হ'য়েছিল। প্রবন্ধটীতে রাশি রাশি সারগর্ভ কথা তুবড়ীর মত speedএ লেখা হ'য়েছিল —যথা, সঙ্গীত ভাল জিনিষ, শেখা উচিত, সঙ্গীত না শিখলে সঙ্গীতে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না, তালের সঙ্গে গান করা অভ্যাস না করলে গান বেতালা হ'বার যোরতর আশঙ্কা থাকে, স্কুলে ভাল ভাল শিক্ষককে দিয়ে ছাত্রদের অল্প বয়স থেকেই উৎকৃষ্ট উপায়ে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত, বেসুরো গাইলে গান খারাপ শোনায় ব'লে গান সুরালো হওয়া দরকার ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর কোনও মতের সঙ্গেই এ মরজগতের কোনও সুস্থ ব্যক্তির মতভেদ হ'বার সম্ভাবনা যে সুদূরপরাহত সে কথা বুঝতে কারুরই দেরী হয়নি। তাই প্রবন্ধ পাঠ সাঙ্গ হ'লে সকলেই হৃষ্ট হ'য়েছিলেন, যদিও দুষ্ট লোকে কাণাকাণি করছিল সেটা প্রবন্ধের জন্য যতটা না হোক্ তার সাঙ্গ হওয়ার জন্যই যেন বেশী মনে হ'ল। তবে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'য়েছি যে ও-সব কুলোকের কু-কথা। আজমীর কলেজের অধ্যাপক পি, সি, জোশী "স্কুল কলেজে সঙ্গীত পাঠন কি ভাবে হওয়া উচিত" সে বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পড়েছিলেন ও আমাকে "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিকাশে ঠুংরির ভবিষ্যৎ" ব'লে একটী প্রবন্ধ পড়তে হ'য়েছিল।

সে দিন বিকেলে ঘটের সময় পাতিয়ালার প্রসিদ্ধ মম্মন খাঁ স্বরসাগর বাজালেন। স্বরসাগর যন্ত্রটি সেতার ও সারঙ্গী মিশিয়ে তৈরি করা। মাঝে মাঝে আঙুলে ক'রে সেতারের ঢঙে বাজানো হয়, ঝঙ্কারও দেওয়া হয়। তবে বেশীর ভাগ সময়ে ছড় দিয়ে সারঙ্গীটিই বাজানো হয়। এতে অবশ্য যন্ত্রটি সারঙ্গীর চেয়ে বেশী উপভোগ্য হ'য়েছিল সন্দেহ নাই। তবে তার প্রধান কারণ যন্ত্রটির ঔৎকর্ষ নয় অবশ্য; প্রধান কারণ—শিল্পী ছিলেন স্বয়ং মম্মন খাঁ। মম্মন খাঁ বৃদ্ধ হ'লেও তাঁর দক্ষতা এখনও অসামান্য। আমি নিজে ত অন্ততঃ সারঙ্গী কখনও শুনিনি। তিনি একটি শ্রী ও ভীমপলশ্রী বাজালেন, কিন্তু সে যে কি মধু বর্ষণ করলেন তা' যিনি না শুনেছেন তাঁকে লিখে বোঝান অসম্ভব। তাই সে বিফলপ্রয়াস আমি করতে চাই না। তবে মম্মন খাঁর ছড়ের কায়দা সম্বন্ধে দু'একটা কথা না বলেই পারছি না। তিনি ছড়ের এক টানেই ২ মাত্রা, ৩ মাত্রা, ৪ মাত্রা, ৫ মাত্রা, ৬ মাত্রা ও ৭ মাত্রার ঝোঁক পর পর এমন পরিষ্কার দেখালেন যে তাঁর গুণপণার তারিফ না ক'রেই পারা যায় না। য়ুরোপে bow করাকে অভিজ্ঞরা একটা মস্ত আর্ট ব'লে মনে করেন। তাই মনে হ'য়েছিল তাঁরা বোধ হয় এ অদ্ভুত bowingএ কৃতিত্ব দেখলে আমাদের চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হ'তেন। মম্মন খাঁ স্বরসাগরে সময়ে সময়ে "এক হাতেই" নানা তারগুলি বাজিয়ে যেতেন—যে ভাবে সাধারণ লোকে "দু'হাতে" বাজায়। সে কৃতিত্বও তাঁর প্রশংসনীয়। তবে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী এসবে নয়, তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন রাগের বিকাশে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার মধ্যে। Mathew Arnold লিখে গেছেন যে শ্রেষ্ঠ কাব্য কি বুঝতে হ'লে শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ রচনাকে নমুনা হিসেবে চোখের সাম্‌নে ধরতে হবে; কারণ তারপর কোন্ কবিতা সাচ্চা ও কোন্ কবিতা ঝুঁটা সেটা সে নমুনার কষ্টিপাথরে এক মুহূর্ত্তেই ধরা পড়বেই পড়বে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাই। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কি তা' বুঝতে হ'লে আলাউদ্দীন, অবদুল করিম, চন্দন চৌবে, কৈয়াস খাঁ, মনোহর লাল, ফিদা হোসেন, শেষণ, উজীর খাঁ, অচ্ছন বাই, মম্মন খাঁ প্রমুখ জনকয়েক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিকেই কষ্টিপাথর হিসেবে ধ'রে নিলে বোঝা সহজ হবে যে কোন্‌টা সত্য আর্ট আর

কোন্‌টা লম্ফঝম্প। মম্মন খাঁর সারঙ্গী শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে সে পুরাতন আক্ষেপ নূতন ক'রে উদয় হয়েছিল যে, হায়! এমন সুন্দর যন্ত্র আজ কিনা ওস্তাদ ও সমজদারদের দ্বারা অবজ্ঞাত! যে জাতি যন্ত্ররাজ্যে বীণা, সরোদ, সুরবাহার ও সারঙ্গীর সৃষ্টি করেছে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবশ্য সময়ে সময়ে আশা না হয়েই পারে না; কিন্তু যখন আবার দেখি সঙ্গীতে মিষ্টত্ব অভিজ্ঞদের সাড়া দেওয়ার অক্ষমতা বা সারঙ্গীর বিরুদ্ধে ওস্তাদের অবজ্ঞা, তখন মনে সন্দেহ হয়—বুঝি বা আমরা সঙ্গীতের চরম দান যে মধুরতা এ সরল সত্যটির প্রতি উড়ো তর্ক ও পাণ্ডিত্যাভিমানের আঁধিতে অন্ধ হ'য়ে বসে আছি।

(ক্রমশঃ)

ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী

[শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[৩]

বৈঠকখানা রোডের সেই "তেরর পাঁচের এ" নম্বরের টিনের ঘরখানির ভিতরে দু'খানি ঘর, একটি ছোট হাত চারেক উঠান, কোণে একটি ঘেরা জায়গা যেখানে বসে এক জন বসে রাঁধতে পারে, তারই একধারে কল ও চৌবাচ্চা। কাঁচা মাটির ভিত, কেরাসিন কাঠের জান্‌লা, করগেটেড টিনের চাল। বাড়ীর কর্ত্তা সেই কেরাণী বাবুর নাম পাঁচকড়ি কর, তস্য গৃহিণীর নাম চম্পকলতা দাসী, তস্য বংশধর সেই গজ প্রমাণ মনুষ্যটির নাম এককড়ি ওরফে ভোঁদা। ঠিক বংশধর বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হয়, কারণ চম্পকলতা নিঃসন্তান; ভগবান তার বুকে প্রচুর স্নেহ মমতা দিয়েছেন কিন্তু পেটে ছেলে দেন নি। ভোঁদা চম্পুর বড় বোনের ছেলে, তার বড় বোন—সেও গরীবের ঘরের বউ ছিল, পাঁচ বছর দারিদ্র্য, পালা জ্বর ও স্বামী দেবতার শাসনের সুখ সয়ে সয়ে যখন সে চোখ মুদলো তখন হাতে ধরে ছেলেটিকে বোনের হাতে দিয়ে গেল। একটুখানি স্নেহের কাঙাল প্রাণ ও বন্ধ্যাত্ব এক সঙ্গে পেলে মেয়েলোকের যা হয় চম্পুরও তাই হয়েছিল, তার ফলে তাদের অনেকগুলি গলগ্রহ—যথা পোষ্যপুত্র এককড়ি, মামাতো বোনঝি রাণীবালা ওরফে রাণু কাকাতুয়া, হিরামন, বুলবুলি ও টুনটুনি এবং একটি কালো অতি বয়োবৃদ্ধ হুলো বেরাল নাম টেবী।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে অমন অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চম্পুর দয়ার গঙ্গা দুই কূল ছাপিয়ে অভিলাষকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দশ বছর হ'ল তার একটি ভাই মরে গেছে চম্পুর মনে হ'লো অভিলাষ তার সেই ভাইটির মতই দেখতে। খাওয়া দাওয়া সেরে কাঁটা ফিতে আয়না চিরুণী নিয়ে রাণুর চুল বাঁধতে বসে চম্পু অভিলাষকে ডেকে বল্‌লো, তুমি এইখানে থেকে তোমার চেনা মানুষ খুঁজে নিও; তাদের না পাও আমার কাছেই থেকে কাজ কম্ম খুঁজবে-খন, উনি হাওড়ার রেলগুদামে চাকরী করেন তোমার কাজ কম্ম জুটিয়ে দেবেন অখন, আমি বলে করে দেব।"

চম্পু অভিলাষের মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে ধরা গলায় বললো, আমায় দিদি বলে ডেকো, কেমন?"

অ। হ্যাঁ।

চ। একবার ডাক দেখি।

অ। দিদি।

চম্পুর চোখ বেয়ে ধারা গড়িয়ে পড়লো। সেদিন রাত্রে কিন্তু একটা খুনোখুনী কাণ্ড বেধে গেল। সেদিন পাঁচকড়ির আপিসের বড় বাবুর বাড়ী কি উপলক্ষ্যে বাঈ নাচ ছিল। রাত এগারটায় "এসো এসো কাছে বসো, বসিতে নাহিক দোষ"——এই গানের কলিটি এক মনে গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে পাঁচকড়ি বাড়ী ঢুকলো। তার শুষ্ক কেরাণীর প্রাণে আজ রসের জোয়ার, তখনও চোখের ওপর নর্ত্তকীর রাতুল হাত দুটি লতা বল্লরীর মত কত রঙ্গে হেলছে দুলছে, মগজে নূপুর পরা পায়ের তাল থমকি থমকি বাজছে। কাঁধের ময়লা চাদরখানা আলনার ওপর রেখে জামা জুতো ছেড়ে পাঁচকড়ি বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। মাটিতে মাদুরে ভোঁদা কাৎ হয়ে ঘুমন্ত মুখ হাঁ করে নাল ফেলছে, বাইরে দাওয়ায় কে একজন দেয়াল ঠ্যাসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার মুখখানা হাতের ভরে ভাঙা মোড়াখানার ওপর ঢলে পড়েছে—হয়তো রাণু হবে। বিছানায় রাঙা চওড়া পাড়ের আঁচল খানি দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে কে ঘুমিয়ে। কে আর বলতে হবে কি? গুণ গুণ করে গান করতে করতে পাঁচকড়ি এক ফুঁয়ে টেমিটা নিবিয়ে দিল, তার পর এসে বিছানার এক পাশে শুয়ে সনিশ্বাসে বললো, "দুর্গে দুর্গতি হারিণী, মা-আ-আ-আহ্"। দূরে কোথায় ঢং ঢং করে বারটা বাজলো; ঘরের কোণে ঝিঁ ঝিঁর দল ঝঙ্কার দিচ্ছে, গভীর নিশুতি রাত্রের বুকে উঠান জুড়ে মরা চাঁদের অস্পষ্ট আলো। পাঁচকড়ির চোখে ঘুম নেই, বুকে রসের তুফান, পাশে নিদ্রিতা স্ত্রী; সে পাশ ফিরে চম্পুকে জড়িয়ে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। কণ্ঠালিঙ্গিত মানুষটি চমকে হঠাৎ পাশ ফির্‌লো এবং বজ্রমুষ্টিতে পাঁচকড়ির টুঁটি চেপে বীর বিক্কত জড়ানো আধঘুমন্ত গলায় বলতে লাগলো, অঁ বাওয়াঁ, বোঁ-ওঁ, বোঁ-ওঁ-ওঁ— !" যে দাওয়ায় শুয়েছিল সে গণ্ডগোলে জেগে তাড়াতাড়ি ধড়মাড়িয়ে উঠে এসে ডাকলো, "অভি, ও অভি, কি বলছো, অমনতর কচ্চো কেন?" কাছে এসে ঠেলা দিতে গিয়ে পাঁচ কড়ির গায়ে হাত পড়ায় সে প্রাণপণে তাকে জড়িয়ে ধর্‌লো, তখন গলা টিপুনীর জ্বালায় তার চক্ষু কপালে উঠেছে, প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে যায় যায়। তার পর সেই অন্ধকার ঘরে পাঁচ

Munshi Syed Mohamad Sulaiman.

মিনিট ধরে নরকগুলজার আর কি,—হাঁউ মাউ, গোঁ গোঁ বাঁ ও যাঁ—চোঁ-ওঁ চোঁ-ওঁ-ওঁ" এবম্প্রকার মিশ্র ধ্বনি মিলে ও ধস্তাধস্তির শব্দে আশে পাশের খোলার ঘরের মানুষ সব জেগে উঠলো। পাশের ঘর থেকে রাণু টেমী জ্বেলে আসতে তখন বিভীষিকার আংশিক অবসান।

অভিলাষের কাপড় চোপড় ছিল না বলে সে চম্পুর একখানা সাড়ী প'রে তারই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, চম্পু আর প্রাণে ধরে তাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগাতে পারে নি, সেও স্বামীর প্রতীক্ষায় দাওয়ায় বসে বসে ঘুমে ঢলে পড়েছিল, তারপর নিমন্ত্রণ-প্রত্যাগত রসিক স্বামীর দাম্পত্য আক্রমণে এই বিভ্রাট। পাঁচকড়ির কণ্ঠাগত প্রাণ ধড়ে ফির্‌লে সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লো, "ও কে?"

চ। আ আমার পোড়া কপাল! ও অভিলাষ, সেই যে ছেলেটি গো ইষ্টিসনে তোমায়——

পাঁ। রাস্কেল শুয়ার—

চম্পু মাঝে পড়ে স্বামীকে আবার দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

[৪]

সে যাত্রা ক্রুদ্ধ পাঁচকড়ির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অভিলাষের সম্ভব হয়েছিল চম্পুর স্নেহাঞ্চলের ছায়ায়। হাওড়ার রেল গুদামের এই জরাজীর্ণ দুর্ব্বাসাটি চম্পুর হলুদ-মাখা মঠোটুকুর মধ্যে চিরদিনের জন্য পাকড়াও হয়েছিল বটে কিন্তু দুপুর রাতে স্ত্রীর বিছানায় অভিলাষকে দেখে অবধি তার আর মনে সুখ নেই। তার ওপর অভির প্রতি চম্পুর ভালবাসার আতিশয্য, তাকে কাছে বসিয়ে খাওয়ান, কণ্ঠে সুধা ঢেলে ডাকা; তার চাকরীর জন্য স্বামীর কাছে দু'বেলা সুপারিশ, তার দিকে ভরা চোখে চেয়ে চেয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস। চিরবঞ্চিত কেরাণীর প্রাণে আর কত সয়? পাঁচকড়ি যতক্ষণ বাড়ী থাকতো গুম্ হয়ে বসে বসে ভুড় ভুড় ভুড় ভুড় করে তামাক খেতো আর চম্পু ও অভির গতিবিধি আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতো। ক্রমে অভিলাষ তার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল; নিজের আফিসে পাঁচকড়ি তাকে পঁচিশ টাকার একটা চাকরী করে দিল সে কেবল তাকে চোখে চোখে রাখার জন্য। সরল নিষ্পাপ চম্পু কিছু বুঝতো না, অভি কিন্তু সবই বুঝতো। এই বয়সে ভুক্তভোগী প্রণয় বিশারদ অভিলাষ সন্দেহ ও হিংসার দৃষ্টি চিনতো। তবু এ আশ্রয় ছেড়ে সে যায়ই বা কোথায়? শিমলার বদন ভৌমিককে খুঁজে পাওয়া যায় নাই। তার ওপর দীর্ঘ অতৃপ্তির পর এতখানি অযাচিত স্নেহ পেয়ে অভিলাষ চম্পুকে ভালবেসে ফেলেছিল। চম্পু তার সমবয়সী, যদি উপায় থাকতো তা' হ'লে তাকে নিয়ে সে দেশান্তরী হয়ে যেতে পারতো। এ সরল স্নেহ-বুভুক্ষিতা মেয়ে কিন্তু তাকে দেখেছিল তার কুড়িয়ে পাওয়া ভাই বলে, সে চায় তার হাতে নিজের পালিত বোনঝিটিকে সম্প্রদান করতে, সে সাধটুকু অবশ্য ক্রমশঃ অতি সন্তর্পণে মনের কোণে বাসা বেঁধেছিল।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে কিনা জানিনে, কিন্তু অভিলাষরূপ ঢেঁকি যন্ত্রটির সম্বন্ধে এ উক্তি হুবহু ঘটে ছিল। অভিলাষের একরকম পেশাই হয়ে উঠেছিল প্রেমে পড়া, তার বুকের খোঁদলে প্রেমের ঢেঁকির পাট কাউকে না কাউকে অবলম্বন করে দিবারাত্র পড়ছেই। কলকেতায় এসেও চম্পুর কল্যাণে তার ত্রুটী হল না। অভিলাষ দশটা পাঁচটা আপিসে কলম পিষে সন্ধ্যা সকাল ও সারা নিশি কবিতা লিখে কাটিয়ে দিতে লাগল। কবিতা প্রথমে ছিল বেনামী প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু নামগন্ধহীন প্রিয়াকে কলমের ঘায়ে খুঁচিয়ে কার কবে প্রেম পিপাসা মিটেছে? মানসী প্রেয়সী বেনামী দশা থেকে প্রথমে দাঁড়ালেন "চ—", তার পর দাঁড়ালেন "চম্—", শেষে ক্রমশঃ ক্রমবিকাশের ধারায় হয়ে চললেন, "চাঁপার কলি", "চম্পক লতিকা", "চম্পু"। কখন পূর্ব্ব রাগের জ্বরে কখন বিরহের তাড়সে আর কখনও বা কাল্পনিক মিলনের ডগমগ রসে সে কবিতা মন্দাকিনী চম্পুরূপ সাগরসঙ্গমে কুলুকুলু ধ্বনিতে বইতে লাগল। কবিতা শুধু লিখে ক্ষান্ত দিলে তবু রক্ষা ছিল, কিন্তু শুধু তা'তেই কবির দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রাণ মানত না বলে সব কবিতা চম্পুর বালিসের তলায়. সিঁদুরের ডিবায়, ফিতে ও কাঁটার বাক্সে, ভাঁড়ার ঘরের মসলার চুপড়িতে এমন কি নিদ্রিতা চম্পুর আঁচলের খুঁটে পর্য্যন্ত আচম্বিতে অতর্কিতে মুহুর্মুহু দেখা দিতে লাগল।

সরলা চম্পু প্রথমে অত শত বোঝে নাই। সে প্রথমে ভাবত বুঝি ফাঁকা কবিতা, শেষে ভাবল হয় ত বেচারীর কোন বাল্যসখীর নামে লেখা—কাজেই ওর শীঘ্র বিবাহ দেওয়া দরকার এবং সে শুভকার্য্য হতে পারে এক রাণু ছাড়া আর বা কার সঙ্গে বল দেখি? কিন্তু ক্রমশঃ সন্দেহনাগিনী চম্পুর মনের কোণে ফণা তুলে দুলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ভীতা চকিতা নারীর চক্ষে স্বামীর এতদিনকার সন্দিগ্ধ ও উদ্বেগমূলক দৃষ্টি আর লুকান রইল না। প্রথমে চম্পু আপন মনে বিরক্তি ভরে ঠোঁট ফুলিয়ে বল্‌ল, "আ মরণ! ছোঁড়া মুখপোড়া পাঁটা—" তার পর উভয় পক্ষে মুহুর্মুহু কড়া ও কোমল দৃষ্টি-বাণে জর জর হয়ে বেচারী একটা আসন্ন বিপদের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। মোটাবুদ্ধি অভিলাষের বোকামীতে একদিন আবার একটা খুনোখুনী কাণ্ড না বাধে।

একদিন সন্ধ্যার সময় চম্পু বলল, "ওলো রাণু, তুই আজ চুল বাঁধলি নে কেন লা?"

রা। কেন মাসীমা, এই দেখ না বিউনী করে কেমন খোঁপা বেঁধেছি।

চ। আহা; মরে যাই, কি খোঁপাই বেঁধেছেন মেয়ে! আয় চুল বাঁধবি আয়, রোজ আমি বেঁধে দিই আজ আবার কি সখ।

রাণু অনেক আপত্তি কর্‌ল, শেষে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ল। কিন্তু ভান পিটে চম্পুর হাতে রক্ষা নেই সে রাণুকে ধরে ফেলে জোর ক'রে খোঁপা খুলে ফেল্‌তেই তার মধ্যে থেকে একটা কাগজ পড়ে গেল। রাণী নিজের কোলের মধ্যে উপুড় হ'য়ে মুখ লুকালো, বেচারীর কাণের ডগা রাঙ্গা হ'য়ে লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটে গেল চম্পু দেখল অভিলাষের লেখা কবিতা! একটু মুচকী হেসে রাণুর মুখ তুলে তার চিবুক ধরে' তাকে আদর কর্‌তে কর্‌তে বল্‌ল,—

"এই কথা? তা' আমায় বল্‌লেই হ'ত, এ-ত আমারই মনের সাধ গো! বেশ বেশ, আমি যা' যা' বলি করিস্, তা' হ'লেই তোর বোকা মনচোরকে গ্রেপ্তার ক'রে তোর জেলখানাভুক্ত ক'রে দেব।" এই পাঁচ বছর কল্‌কেতা বাস ও নভেল পড়ার দৌলতে গেঁয়ো মেয়ে রাণুকে আজ লভে পড়ায় পেয়েছে, অভিলাষের ত সেটা পেশা এক রকম, চম্পু ভাবল,—"যোগ্যং যোগেন যোজয়েৎ।" কিন্তু কি করে' এ অঘটন ঘটান যায়, অভিলাষের প্রেমবন্যার ঘোলা জল কি ক'রে সে নিজের দিক্ থেকে ফিরিয়ে রাণুর দিকে বইয়ে দেয়? সাত পাঁচ ভেবে একদিন চম্পু মরিয়া হ'য়ে নিজেই ঘটকী সেজে অভিলাষের কাছে রাণুর রূপ ও গুণের অনেক গৌরচন্দ্রিকা ক'রে শুভ প্রস্তাব জানাল। অভিলাষ মুখখানা হাঁড়ির মত বড় ও কালো ক'রে উত্তর দিল,—তার আর উপায় নেই, বিবাহ আমার হ'য়ে গেছে।"

চ। সে কি? কবে?

অ। (সতৃষ্ণ কটাক্ষ হেনে) অল্প দিনই হ'ল।

চ। কোথায় গো?

অ। (দীর্ঘশ্বাস ও বিলোল কটাক্ষ) এই কল্‌কেতায়ই।

চ। (স্বগতঃ। মরণ মুখপোড়া!) তা' কেমন ক'রে হবে, আমরা ত জানতে পারিনি ক?

অ। (মিঠা মুচকী হাস্যে) দয়িতের সঙ্গে হৃদয় বিনিময়ই বিবাহ, চার চোখের এক হওয়া, সূর্য্যের দিকে চেয়ে সূর্য্যমুখীর ফুটে ওঠাই তার বিয়ে—

এদিকে আবার বিপদ আরও ঘনিয়ে উঠলো যখন কবিতারূপ শব্দভেদী বাণ পত্রে পরিণত হ'ল। বালিসের তলায়, কুলুঙ্গীতে, সিন্দুরের কৌটায়, চাবির গোছার সঙ্গে আঁচলে যখন বিনিয়ে বিনিয়ে লেখা প্রেমপত্র মুহুর্মুহু দেখা দিতে লাগল তখন নিরুপায় চম্পু তার পোষা দুর্ব্বাসাটির কাছে গিয়ে শরণ নিল। সব খুলে ব'লে চম্পু জানাল,—"এর একটা বিহিত কর, ছোঁড়া ক্ষেপেচে।"

পাঁচ। 'কুকুরের ওষুধ মুগুর', রাস্কেল, শুয়ার, পাজির পাজহাড়া!—

চ। আহা, না না, ওটা বয়সের দোষ! তুমি রাণুর সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

পাঁচ। আমি ওর পিণ্ডী দানের আশু ব্যবস্থা করছি—

চ। তোমার পায়ে পড়ি, ওকে কিছু বল্‌তে পাবে না। ওকে আমি ভাই বলেছি যে।

পাঁচ। তা' হ'লে ভাইটিকে নিয়ে ঘর কর, আমি গলায় কলসী নিয়ে ডুব দি'গে—

চম্প কেঁদে ফেল্‌লো। তখন অনুতপ্ত পাঁচকড়িতে ও আশ্বস্ত চম্পুতে একটা গুপ্ত 'কাউন্সিল অব ওয়ার' হ'য়ে গেল। দু' দিন পর একদিন রবিবারে সকালবেলা অভিলাষ ঘুম থেকে চোখ মেলেই তার কোঁচার খুঁটে এক চিঠি পেল,—"অধিনীকে যখন গ্রহণ করেছ, তখন যেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছ সেইখানেই আমি যেতে রাজি। আজ রাতে এগারটায় গাড়ী নিয়ে গলির মোড়ে থেকো। ইতি তোমারই—"। অভিলাষের বত্রিশ পাটী দাঁত বেরিয়ে পড়লো। একটা সুখের সুস্মিত হাস্য এবং বুকের মধ্যে দুরু দুরু করতে লাগল, হাত পা অবশ হয়ে এল, আনন্দের আলায় চোখে জল চাপিয়ে উঠলো। তাইতো! আকাশের দুষ্প্রাপ্য অযাচিত চাঁদ একেবারে হাতের কাছে! য়্যাঁ!—

সেদিন বিধাতা সত্য সত্যই বুঝি অভিলাষের মনোভিলাষ পুরণে প্রসন্ন; কারণ সন্ধ্যা সাতটায় পাঁচকড়ি হাওড়ায় বড়গাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে যাত্রা ক'রলো। উত্তেজনায় প্রায় রুদ্ধশ্বাসে কোনগতিকে দশটা অবধি কাটিয়ে অভিলাষ একখানা খুব দূরের গাড়ী ভাড়া ক'রে গলির মোড়ে এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে একটী পুঁটলী ও বগলে ছাতা। মিনিট পাঁচেক পর একখানা মোটা চাদরে আপদমস্তক মুড়ি দিয়ে গয়নার বাক্স হাতে চম্পু এসে দেখা দিল। অভিলাষের বুকে ঢেঁকির পাট পড়ছে, গাড়ীও নক্ষত্রবেগে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে, অভির পাশে স্ত্রীবেশধারী স্বেদসিক্ত হাতখানি থর থর ক'রে কাঁপছে। দু'জনের মাঝে এতটা পথে কথা হয় নি; অভিলাষের উত্তেজনা ও ভয়ের সঙ্গে কেমন যেন লজ্জা কবুছিল। সাম্‌নে অনিশ্চিত অজানা ভবিষ্যৎ, পাশে অবগুণ্ঠিতা চম্পু—তার সহোদরার মত স্নেহময়ী চম্পু। আজ দু'জনে একসঙ্গে পাপের পথের যাত্রী! এ অবগুণ্ঠন খুলে দেখার যেন তার সাধ্য নেই। ষ্টেশনে গাড়ী এসে থাম্‌তেই সে নেমে দাঁড়াল। তার সঙ্গিনী কিন্তু আর নামল না, গাড়ীতে বসে বসে ঘর্ম্মাক্ত দেহে কাঁপছে। হাত ধ'রে নামাতে গিয়ে তার যত্নে ঢাকা অবগুণ্ঠন খুলে পড়লো। হতভম্ব অভিলাষ দু' পা পিছিয়ে পড়ে দেখলো—রাণু! চম্পু কোথা? এ ত চম্পু নয়! পাশে কে একজন কর্কশ আওয়াজে বল্‌লো—"রাস্কেল, শুয়ার, চল তোমায় পুলিশে দিই। দেখছেন বড়বাবু এই ডেভিলের কাঁজ? আমার শ্যালীর মেয়েকে নিয়ে রুক্মিণী হরণ ক'রে পালাচ্ছে!"

সেদিন সন্ধ্যায় বড়বাবুর বাড়ীতে বামাল চোরের চালান ও প্রহারেণ ধনঞ্জয়। মনের সাধে পাঁচকড়ি আজ সে রাত্রের গলা টিপুনির শোধ তুলে নিল। তারপর আট দিনের মধ্যে বড়বাবুর কাছে নজরবন্দী দশায় থেকে অভিলাষের অব্যাহতি অর্থাৎ গলায় "রাণুস্কল্প দড়ি ও কলসী বেঁধে জীবন-নদীতে ঝাঁপ। পুলিশসোপর্দ্দ হবার আতঙ্কে অভিলাষ আর আপত্তিটি অবধি করে নি; কেবল সম্প্রদানের দিন মনের ওমট দুঃখ চাপতে না পেরে চম্পুর পা ধ'রে বেচারা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। দয়ার প্রতিমা চম্পুও তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে চক্ষের জল রাখতে পারে নি। রাণুকে দিয়ে অভিলাষকে পত্র লেখান এবং নিজের জায়গায় তাকে গয়নার বাক্স হাতে পাঠাতে চম্পুকে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়েছিল। অভিলাষের অভিপ্রায়ে অরজর না হ'লে রাণুকে দিয়ে এ কাজ উদ্ধার অসম্ভব হ'তো।

"ছায়া পড়ে চিত্তের মুকুরে"

[শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র]

ছায়া পড়ে চিত্তের মুকুরে
চঞ্চল অস্থির,—
কোন্ অলক্ষিত শূন্যে
মায়া রচে কোন্ সে মায়াবী
তার ছবি, আসে যায় ভেসে
পথিক মেঘের মত মোর চিত্তলোকে।

অশ্রু ছলছল কারো করুণ নয়নে
বিনিদ্র বেদনা ঘিরি আসে আঁধারিয়া;
কারো ওষ্ঠে স্মিতহাস্য;
বিশ্বগ্রাসী বহ্নি কারো বুকে!

হৃদয়ের রিক্ত করি,
ঝলসিয়া চিত্তের প্রান্তর,
সমস্ত সুষমা, শান্তি করিয়া শোষণ—
তৃপ্তিহীন উন্মত্ত তৃষায়,
কেহ হানে বিষ-বজ্র,
আর কেহ আনে
তৃষাতপ্ত দীর্ণ বুকে বৃষ্টির করুণা
সুশীতল সুনিবিড় সান্ত্বনা স্নেহের;
কেহ বা আবার
মৃত্তিকার কানে কানে গুঞ্জরিয়া গাহে কোন গান
কোন সে সুরের সুরা মিশায় গোপনে
শোণিতের স্রোতে!

সে মধুর মদিরা-বিহ্বল
ধরণীর নিঃস্বধূলি
অকস্মাৎ লভি তার গোপন সঞ্চয়,
পুষ্পের প্রসাদে তারে অকাতরে করে অপব্যয়।

পলকের তরে—
পাখা পায় পঙ্গু যত আশা,
ভাষা পায় গোপন মর্ম্মের
মৌন যত অভিলাষ,
সহসা গুণ্ঠন ফেলি
আঁখি তুলি চায়
চিরজন্মের যত কুণ্ঠিত বাসনা।
বহুবর্ণ ছায়া এই মত
চিত্তের মুকুরে মোর
বিরচিয়া বিচিত্র সঙ্গীত
মিলায় নিয়ত।

সে ছায়ারে ভালবাসি ভুলি
ব্যাকুল বাহুর বন্ধে বাঁধি তারে বিফল যতনে
মিনতি করিয়া কহি "মোরে কভু ছেয়োনাক ছাড়ি"
তারপর কোন্ লয়ে হায়
অলক্ষ্য মায়ার সাথে
এ প্রত্যক্ষ ছায়াও মিলায়!
তবু মোর সব বঞ্চনার
একটি সান্ত্বনা শুধু জপি বারম্বার—
সব ছায়া মিলে যেথা অন্তহীন সেই অন্ধকারে
ছায়ার সাগরে মিলি আমারও যাত্রা হবে সারা,
চরম বারতা বহি
যবে দেখা দিবে আসি মোর সন্ধ্যাতারা।

কর্দ্দমে কমল

[জ্যোতির্ম্ময়ী]

এক কথা নিয়ে রোজ যদি জ্বালাতন করবি—তবে তোর ঘরে আর থাক্‌বো না—যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব—

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া কামিনী বাগ্দিনীর মেয়ে কুসুম বাগ্দিনী মাতাকে লক্ষ্য করিয়া কথা কয়টী বলিল।

কামিনীও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নয়—কন্যার মুখের কাছে হাত দুখানি নাড়িয়া সেও উচ্চকণ্ঠে কহিল—বলি—যাবি কোথায় লো—কোন যম আছে তোর—আ মর—মেয়ের রকম দেখনা—যত বুঝাই, যত ভাল করে বলি, কিছুতেই না—ফোঁস করেই আছেন—এত বড়টা করলাম কিসের জন্য—যদি বুড়ো বয়সে উবগারে না আসবি—

কুসুমও ঝাঁঝালো স্বরে উত্তর দিল—হ্যাঁ তখুনি নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারিসনি, আপদ চুকে যেত—তোরও দুঃখু পেতে হত না—আমিও জুড়ুতাম—

বটে লো—এক রত্তি মেয়ের কথা দেখনা—শুনলে গা জ্বলে যায়! দেখ্ কুসমী—যা হয় একটা হেস্ত নেস্ত কর—রোজ রোজ আর তোর সঙ্গে কেলেঙ্কারী করতে ভাল লাগে

না! হয়, তোর তিন পুরুষের ব্যবসা ধর নয় তো কোন্ চুলোয় যাবি চলে যা—আমি আর তোকে খাওয়াতে পরাতে পারবো না তা বলে দিচ্ছি—বলিতে বলিতে কুসুমের মা পিছন ফিরিয়া তরকারী কুটিতে বসিল।

কুসুমও তীব্র কণ্ঠে কহিল—তার আর ভয় দেখাচ্ছিস কি—তুই কি মনে করিস—তুই ছাড়া আমাকে আর খেতে দেবার কেউ নেই নাকি? আমায় আজই শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দে—

ওঃ তাই এত গলার জোর!—কঠোর বিদ্রূপ হাস্যে ঘরখা'ন মুখরিত করিয়া কামিনী বাগ্দিনী কহিল—আমি বলি কুসমীর এ তেজ কার জোরে? তা যানা যা—পঞ্চা সর্দ্দারের লাথি চড় অনেকদিন খায়নি কিনা তাই মনটা উস খুস করছে।

এতক্ষণ ঘরের দাবার একটা কোণে বসিয়া কুসুম মায়ের সহিত কলহ করিতেছিল—এইবার সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অসহিষ্ণু ভাবে কহিল—আমি লাথি খাই চড় খাই—তা তোর কি? তুই মুখ সামলে কথা ক'—

মাতাও বঁটী ফেলিয়া চীৎকারের করিয়া কহিল—কি? আমি মুখ সামলে কথা কব—না তুই কবি—হারামজাদী? বড় তেল হয়েছে—আমি না তোর মা—বেরো আমার বাড়ী থেকে—এক্ষুনি বেরো—

মাতা কন্যা উভয়ের চীৎকারের শব্দে—তাহাদেরই জাত ভাই পাড়াপড়শীরা ছুটিয়া আসিল, এবং কামিনীর মুখে তাহার নির্ব্বোধ মেয়ের কথা শুনিয়া বলিল—তাই তো কামিনী! তা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখনও ছেলেমানুষ কিনা—সময়ে বশ হবে—সময়ে বশ হবে!

এই সময়ে কুসুমকে রাগে গৃহত্যাগোদ্যতা দেখিয়া জনৈকা প্রতিবেশিনী তাহাকে ধরিয়া গৃহে আনিল—ক্রোধান্ধ বাঘিনীর মত সে ঘরের এককোণে বসিয়া পড়িয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

(২)

সহরাঞ্চলের ছোটলোকদের পাড়াটীতে সচ্চরিত্রা রমণী দুর্লভ। সকলেরই প্রায় এই এক স্থণিত পেশা। এহেন জায়গায় আজ প্রায় দশ বৎসর হইল কামিনী বাগ্দিনা একটী কন্যা ও একটী পুত্র লইয়া নিকটস্থ গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিয়া বাস করিতেছে। তাহার পর সে আরও দুটী পুত্র লাভ করিয়াছে। সন্তানগুলির সৌভাগ্য বলিতে হইবে—কেননা কামিনী নিষ্ঠুরের মত তাহাদের জীবন-কুসুম পদদলিত করে নাই বা সে তাহাদের অযত্ন করে না বরং সন্তানদের প্রতি তাহার মাতৃস্নেহের যথেষ্ট পরিচয়ই পাওয়া যায়।

কিন্তু আজ প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া তাহার কন্যা কুসুমের সহিত ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলিতেছে। আট বৎসর বয়সে যখন কুসুমের বিবাহ হয় তাহার কিছুদিন পরেই সে পলাইয়া আসে। এখানে তাহার জননী বহুদিন হইতেই বাস করিতেছিল কন্যাও আসিয়া মাতার পাপগৃহে আশ্রয় লইল। কিন্তু কামিনীর মাতা অত্যন্ত সুচতুরা ছিল—সে নিকটস্থ কোন ভদ্রগৃহে কাজ করিত এবং আপনাদের অসচ্চরিত্রের কথা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। তাহার পর বার্দ্ধক্যে সুমতি হওয়ার দরুণই হউক অথবা নিজেদের পথ প্রকৃত শান্তির পথ নহে বুঝিয়াই হউক সে কিছুদূরে একখানি গ্রামে সৎঘরে অষ্টম বর্ষীয়া কুসুমের বিবাহ দিয়াছিল।

বিবাহের পর কুসুম দুচারবার শ্বশুরঘর করিয়া আসিয়াছে—কিন্তু তাহার শ্বশুর শাশুড়ী ও জামাতা বন্ধুবিহারীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে বালিকা কুসুম যখনই সেখানে যাইত, তখনই মৃতপ্রায় হইত। অবশেষে দিদিমা একবার ঝগড়া করিয়া জন্মের মত নাতনীকে লইয়া চলিয়া আসিয়াছিল—তখন কুসুমের বয়স বারো বৎসর। সেই হইতে বুড়ী তাহার মণিব বাড়াতে কুসুমকে ছেলেধরার কাজে ভর্ত্তি করিয়া দিল—সে আজ ছয় বৎসরের কথা। কুসুম এখন পূর্ণ যুবতী—কালো হইলে কি হয়, তাহার সর্ব্ব অঙ্গে যৌবনশ্রী যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখিয়া কত নারীই ঈর্ষায় গা টেপাটেপি করে, পুরুষের যে তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়িবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ তাহাদের ঘরে সকলেই ভাবিত, মা দিদিমা যে পথে চলিয়াছে মেয়ে তো সে পথে আসিবেই। এই জন্য কামিনীর গৃহে নিত্য নূতন কত মধুপের যে শুভাগমন হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু একরোখা অবাধ্য মেয়েটাকে কামিনী আজ দীর্ঘ দুই বৎসরেও বাগে আনিতে পারিল না। সে কি করে? স্তোক বাক্যে সকলকে ভুলাইয়া রাখে কিন্তু এমন করিয়া কতদিন চলিবে, তাই কয়দিন হইতে অনবরত মা মেয়েতে বিবাদ চলিতেছে এবং কামিনী কন্যাকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেও অধুনা তাহার জিদের জন্য অত্যন্ত চটিয়া ছিল।

কুসুমের মনের ভাবধারা তাহার মা ও দিদিমার কল্পনাতীত সম্পূর্ণ অভাবিত পথে প্রবাহিত হওয়ার সামান্য একটু ইতিহাস আছে। এখানে তাহাই বলিব।

কাজে ভর্ত্তি হইবার কিছুদিন বাদেই কুসুমের দিদিমার গঙ্গালাভ হইল—বালিকা কুসুম সারা দিন মণিব বাড়ীতে কাটাইত, সন্ধ্যাবেলা ছিল তাহার ছুটী। বরাবরই তাহার স্বভাবটী বড় নম্র শান্ত ছিল—তাই বলিয়া সে নির্ব্বোধ ছিল না, তাহার কালো কালো বড় বড় চোখ দুটী দেখিলেই লোকে বুঝিত মেয়েটী বেশ বুদ্ধিমতী। মণিব গৃহিনী কুসুমের এই নীরব শান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া স্নেহে গলিয়া যাইতেন। বাস্তবিকই যে বাড়ীতে কুসুম চাকরী পাইয়াছিল, গৃহিনীর গুণে, যেন সে বাড়ীর সকলেরই স্বভাব অত্যন্ত সরল অমায়িক ছিল। নাতনীর জন্য তিনি কুসুমকে রাখিয়াছিলেন কিন্তু কুসুম একটী দিনও সে বাড়ীতে ঝিয়ের মত ব্যবহার পায় নাই। গৃহিনীর নিকট সে কন্যার মত স্নেহযত্ন লাভ করিত এবং তাঁহার কন্যা ও বধূদের নিকট সে ভগিনীর মত স্নেহাদর লাভ করিত। জাতিতে হীন বলিয়া সমাজের ভয়ে কতকটা স্পর্শদোষ মানিলেও গৃহিনীর ছোট কন্যা মিনু কুসুমের গলা জড়াইয়া ফিরিত ও তার জন্য সে কোন দিন কোন প্রকার তিরস্কৃত হয় নাই বা বাধা পায় নাই।

ছেলে বেলা হইতে এরূপ সৎ পরিবারে অনুক্ষণ বাস করিবার ফলে বুদ্ধিমতী কুসুমও সম্পূর্ণ ভদ্রয়ানা শিখিয়াছিল

—তাহার কথায় কাজে ব্যবহারে চালচলনে উচ্চ বংশীয়ের ভাবই প্রকাশ পাইত এবং সে ভাবিয়াছিল যখন স্বামীর ঘর করিতে পারিল না তখন এই মণিব-ঘরে কাজ করিয়াই নিজের জীবনটা সে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিবে।

কিন্তু যাহা মানুষ কল্পনা করে তাহা কদাচিৎ ফলবতী হয়। আজ বৎসরখানেক হইল তাহার মণিবেরা সপরিবারে সিমলাবাসী হইয়াছেন—মণিব-গৃহিনীর দুই পুত্রের সিমলায় কর্ম্মস্থল। এত দূর দেশ হইতে যাতায়াতের অসুবিধা বলিয়া সম্প্রতি তাঁহারা সেখানেই বাস করিতেছেন। যাইবার সময় গৃহিনী কুসুমকে লইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কুসুমের মাতা কিছুতেই কন্যাকে পাঠাইতে রাজী হয় নাই। কারণ সকলেই অনুমান করিতে পারেন। উপযুক্তা কন্যাকে পরের হস্তে দান করিলে তাহার চলিবে কেন? কুসুম তাহার উপার্জ্জনক্ষমা কন্যা, সে যে কন্যার উপর অনেকখানি আশা করে। ইহাই হইল কুসুমের ইতিহাস।

[৩]

কামিনী বাগ্দিনী রাগিতেও যতক্ষণ রাগ পড়িতেও তাহার ততক্ষণ। রাগের মাথায় কুসুমকে যাচ্ছেতাই করিয়া আহারের সময় সে কন্যাকে ডাকিল—কুসুম খাবি আয়—

ঝগড়াটা হইয়াছিল সকালের দিকে। কুসুম সেই যে রাগে গুম্ হইয়া বসিয়াছিল আর নড়েও নাই উঠেও নাই। মধ্যাহ্নে মাতা যখন অত্যন্ত ডাকাডাকি আরম্ভ করিল, তখন সে বিরক্তিস্বরে উত্তর করিল—তুই খেগে না; আমার খিদে নেই।

খিদে নেই কিসের? নে উঠে আয়। কামিনী কুসুমের একটা হাত ধরিয়া টান দিল।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া কুসুম বলিল—"আমার ভাত বেড়ে রেখে তুই খেয়ে নিগে—আমার যখন ইচ্ছে হবে খাব।

কামিনী কোন দিনই কন্যাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, আজও পারিল না; অগত্যা কুসুমের ভাত একটা থালায় বাড়িয়া ঢাকা দিয়া সে নিজের জঠরাগ্নি শান্ত করিল।

কুসুম আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে সেইখানেই আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

শীতের বেলা। তিন প্রহর হইতে না হইতেই রৌদ্রের তেজ কমিতে লাগিল। কামিনী উঠিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিল। কুসুমও উঠিল, মাতা জিজ্ঞাসা করিল—"ভাত খাবি নে?"

কুসুম গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—"এখন আমি নদীতে গা ধুতে যাচ্ছি।"

তখনও নদীতীর নিস্তব্ধ জনমানবহীন। কিনারার পথ দিয়া দ্রুতপদে কুসুম একাকী চলিয়াছে; কিছুদূর গিয়া সে একখানি নৌকা দেখিতে পাইল। খেয়ামাঝি তখনও নিদ্রাভিভূত; সে তাহাকে অনেক ডাকাডাকি করিয়া উঠাইল। তাহার পর অতিরিক্ত পয়সা দিয়া পার হইয়া আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিল। পথে সে যাহাকে দেখিল, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল—"জাম গাঁ'র পথ কোন্‌টা গা?" লোকে পথ দেখাইয়া দিল। শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত দেহখানি টানিয়া লইয়া ঘন সন্ধ্যার আঁধারে কুসুম স্বামীর ঘরের দুয়ারে কম্পিত পা দু'খানি বাড়াইয়া দাঁড়াইল।

"কে গো?"—পায়ের কাছে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা কুসুম টিপ্ করিয়া প্রণাম করিতেই তাহার শাশুড়ী বলিয়া উঠিল—"কে গো তুমি?"

কুসুম মৃদুস্বরে উত্তর করিল—"আমি তোমার বড় বৌ—কুসুম।"

"বড় বৌ! বড় মানুষের মেয়ে হঠাৎ কি মনে ক'রে?"

ঘরের ভিতর হইতে কুসুমের শ্বশুর বলিয়া উঠিল—"কি হ'ল, কে এসেছে?"

শ্লেষের স্বরে শাশুড়ী বলিল। "কে আবার, দেখতে না—নবাবকন্যে পুত-বৌ এসেছে তোমার।"

সহসা খট্ খট্ করিয়া খড়মের শব্দ হইল। কুসুম বুঝিল শ্বশুর আসিতেছেন। সে দাওয়ার খুঁটার একটা বাঁশ ধরিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা টীনের কেরোসিন ডিবা দাওয়ায় জ্বলিতেছিল; শ্বশুর আসিয়া সেই মিটমিটে আলোকের সাহায্যে বধূকে তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া গৃহিনীর প্রতি ফিরিয়া কহিল—"বেটী কার সঙ্গে এল?"

গৃহিনী তার প্রকাণ্ড নথটা নাড়িয়া কহিল—"কার সঙ্গে আবার আস্‌বে; কেমন নোকের মেয়ে জাননা কি? ওদের আবার আস্‌বার ভাবনা কি?

"তা বটে"—মস্তক সঞ্চালন করিয়া শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিল—"বড় মানুষের মেয়ের মনের কথাটা কি, তা জিজ্ঞাসা করেছ?"

গৃহিনী ঝঙ্কার করিয়া কহিল—"অত আমার মাথা ব্যথা পড়ে নি; তুমি জিজ্ঞেস কর না? আমার ও সবে দরকার নেই।"

কুসুম আর থাকিতে পারিল না, উভয়ের শ্লেষোক্তি তাহার বক্ষে শেলের মত বিঁধিতেছিল, সে কহিল—"আমি এখানে থাকবো ব'লে এসেছি।"

"থাক্‌বে? কেন মায়ের ঘরে আর জায়গা হ'ল না—না মা দুটো খেতে দিতে পারলে না। অমন পঞ্চাশটা যেয়ান বাপ যার তার আবার ভাবনা কি? আর বাপরা খেতে না দেয় ভাতারও ত' আছে পঞ্চাশ গণ্ডা, তোর আবার দুঃখু কিসের বাপু?" আরও নানাপ্রকার অশ্লীল বাক্য বলিতে বলিতে শ্বশুর কহিল—

"ওসব হবে-টবে না বাপু। পঞ্চা বাগ্দী সে মিঞাই নয়—যে একবার জাত-স্বভাব জানতে না পেরে ঠকেছি ব'লে আবার সেই মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দেব। ভাল্‌মানুষী চাস্ তো এখনই চলে যা, নইলে—"

"হাঁ, নইলে কেন একটা কেলেঙ্কারি হবে। লজ্জা করে না চুঁড়ীর মুখ দেখাতে? আবার শ্বশুরঘর কর্‌তে এসেছেন! ইজ্জতটা রেখেছিস কোথায়? পোড়া মুখখানা দেখলে সর্ব্বশরীর জ্বালা করে। যা—যা, যেখানে এতদিন ছিলি সেখানে যা, নয়ত যে চুলোয় জায়গা হয়, সে চুলোয় যা।"

শাশুড়ীর গর্জ্জনে কুসুমের প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সকল আশা নির্ম্মূল হইল; সে ভাবিয়াছিল তাহার শ্বশুর

শ্বাশুড়ী ছোট বেলায় যন্ত্রণা দিত বলিয়া কি এখনও সেই রকম যন্ত্রণা দিবে? তখন সে ভাল করিয়া গুছাইয়া কাজ-কর্ম্ম করিতে পারিত না, তাই না হয় তাহারা কষ্ট দিয়াছিল; কিন্তু এখন সে বড় হইয়াছে, এখন সে সমস্ত কাজ গুছাইয়া করিতে শিখিয়াছে। প্রাণপণে শ্বশুরবাড়ীতে খাটিবে, সকলকে যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। প্রতিদানে সে আর কিছু লাভ করুক বা নাই করুক, কেহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুর পীড়ন করিবে না আজ তাহার তাই কাম্য। কারণ মা'র ঘরে সে আর এক তিলও তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। সর্ব্বদাই তাহার আশঙ্কা হইত,—এতদিন মা ঝগড়া করিয়াও তাহাকে পাপের পথে টানিতে পারে নাই; কিন্তু এবার জোর-জবরদস্তি করিবে, তখন তাহার আত্মরক্ষার উপায় থাকিবে না।। হায়! এমন দুর্দ্দিনে তার স্নেহময়ী মনিব-গৃহিণী যদি থাকিতেন, তবে তাহার কোন ভয় ভাবনা থাকিত না। সে আজ দায়ে পড়িয়া তাঁহার নিকট সমস্ত খুলিয়া বলিয়া আশ্রয় চাহিত। তিনি এ সকল শুনিলে নিশ্চয়ই তাহার মায়ের নিকট হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইতেন, অথবা সে জোর করিয়াই তাঁর গৃহে আশ্রয় ভিক্ষা করিত। বৎসরখানেক আগে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এতটা ধারণা হয় নাই; সে মনে করিয়াছিল, মাতাকে বুঝাইয়া সে মাতার ঘরেই চিরদিন সৎপথে বাস করিবে; মিছামিছি তাহাকে ছাড়িয়া গিয়া কষ্ট দিবে না। তখন সে কল্পনা করিতে পারে নাই—এজন্ত মাতা তাহাকে এত পীড়াপীড়ি করিবে, অথবা এই কারণে মা হইয়া মেয়ের প্রতি কোনপ্রকার উৎপীড়ন করিবে। কিন্তু আজ সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল, অধিকদিন আর এভাবে কাটিবে না। জননীর ষড়যন্ত্রের কবলে পড়িয়া তাহাকে পিষ্ট হইতে হইবে। এখন উপায়? উপায় একমাত্র শ্বশুরালয়। লাথি হোক, ঝাঁটা হোক সে সহ্য করিবে; কিন্তু কিছুতেই এ পথে চলিতে পারিবে না। যখন পাপপুণ্যের জ্ঞান জন্মিয়াছে, যখন পাপপুণ্যের শাস্তি-সুখ সে জানিয়াছে, তখন—তখনও কি সে অজ্ঞানীর মত আবার অন্ধকারের পঙ্কিল আবর্ত্তে ঝাঁপ দিবে?

অনেক ভাবিয়াই কুসুম বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার সব চিন্তা, সব কল্পনা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সে একটা বিষয়ে বড় ভ্রান্ত ছিল, সে জানিত না তাহার মাতা ও দিদিমাতার কলঙ্কের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার শ্বশুরালয়েও সে খবর সম্পূর্ণরূপে সকলে জ্ঞাত হইয়াছে। যতদিন সে সেখানে ছিল, ততদিন বাস্তবিকই তাহারা এ সকল জানিত না ও তজ্জন্য কোন কথাও তাহাকে শুনিতে হয় নাই; কিন্তু পাপের বার্ত্তা একদিন প্রচার হইবেই। তাই সেখানেও আজ তাহার স্থান হইল না।

বাঁশের খোঁটাটী দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কুসুম ভাবিল, তাহার একবার স্বামীর সহিত যদি সাক্ষাৎ হইত তবে সে তাহার পায়ে ধরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিত; কিন্তু নিশ্চয়ই স্বামী গৃহে নাই। কেননা তাহার কোন সাড়া শব্দই সে পাইল না।

ঠিক এমনই সময়ে বঙ্কুবেহারী উঠানে আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিল—"কি, অত চেঁচামেচি কর্‌ছ কেন সব?" কুসুমকে সে তখনও ভাল করিয়া দেখে নাই।

তাহার মাতা উত্তর করিল—"তোর গুণবতী বউ এসেছে জান্‌লি নে বঙ্কা—ঐ দেখ্ হোথায় দাঁড়িয়ে আছে।"

"রটে! ও মাগীকে বাড়ী ঢুকতে দিয়েছ কেন? দাও এক্ষুনি ঝেঁটিয়ে বিদেয় ক'রে দাও। কালামুখ নিয়ে কোন্ সাহসে ঢুকেছে এ বাড়ীতে?"—বলিতে বলিতে বঙ্কুবেহারী কুসুমের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। আশার শেষ প্রদীপটীও যখন নিভিয়া গেল, কুসুম তখন আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না; ছিন্নমূল লতার ন্যায় স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

বঙ্কু তখন দিব্য নেশা করিয়া আসিয়াছে। নেশার ঝোঁক যখন যেদিকে চাপে, তখন সেইদিকেই প্রবলভাবে পড়ে। পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে দেখিয়া সে তাহাকে লাথির চোটে দশ হাত ছিটকাইয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"বেরো হতভাগী, বেরো এখান থেকে—এখনি বেরিয়ে যা, নইলে তোর বুকে পা দিয়ে জিব টেনে ছিঁড়বো।"

স্বামীর কোমল পায়ের মিষ্টি মধুর লাথিখানির আস্বাদেই কুসুমের সমস্ত জড়তা কাটিয়া গিয়াছিল। মুহূর্ত্তে সে আপনাকে খাড়া করিল; তারপর স্বামীর নির্ম্মম ভাষা শুনিতে শুনিতে সেই অন্ধকার শীতের রাত্রে কোথায় মিলাইয়া গেল!

* * *

গা ধুইয়া কন্যা যখন গৃহে ফিরিতে বিলম্ব করিতে লাগিল তখন কামিনীর মনে কেমন সন্দেহ হইল। কি জানি! যে একগুঁয়ে মেয়ে, না করতে পারে এমন কাজই নেই। সে ছুটিয়া ঘাটে আসিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। "কুসুম, কুসুম" করিয়া বারকতক ডাকিল কিন্তু তাহার সাড়া পাইল না। অনেক খোঁজাখুজি করিয়া শ্রান্তমনে রাত্রিটা কাটাইয়া ভোরের বেলা আবার যখন নদীতীরে যাইয়া কামিনী কুসুমকে সন্ধান করিতে লাগিল, তখন দেখিল জেলেদের ঘাটে বড় ভিড়। ছুটিয়া গিয়া সে একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি গা, কি হয়েছে এখানে?"

লোকটা উত্তর করিল—"দীনু জেলে জল থেকে একটা মানুষ টেনে তুলেছে গো! তবে আর শ্বাস-টাস বইছে না, একেবারে চোখ কপালে উঠে গেছে—গা হিম।"

ভিড় ঠেলিয়া মড়ার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া কামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওরে কুসুমরে!—একি ক—ল্লি রে!"

Mushi Syed Mohammad Sulaiman

শক্তি-পূজা

[শ্রীসুনির্ম্মল বসু]

তোরা মহিষ পাঁঠা হত্যা করে' ভক্তি দেখাস মা কালীর,
আবার রক্ততিলক গর্ব্বে টেনে "জয়মা" বলে নোয়াস্ শির;
ওরে এই কি তোদের ধর্ম্ম নাকি, মায়ের সাম্‌নে খুন্‌জখম্
তোরা প্রাণ হেনে হায় শক্তি-মাতায় ভক্তি করিস্ এই রকম?
আহা মা যে আমার উৎস স্নেহের শান্তি-রূপা ঈশ্বরী
তোরা কোন্ সাহসে খুন্ দিয়ে তাঁর ভোগের থালি
দিস্ ভরি?
ওরে খুন খেয়ে যাঁর তৃপ্তি হবে,—কী জানি সে কেমন মা!
তার রাক্ষসী নাম যোগ্য যে ভাই, মা নামে তায়
ডাকৃব না,

তোরা মায়ের নামে জীব-বলীতে কতই দেখাস্ কৈফিয়ৎ—
আবার হত্যা-বিধি বিধান দিয়ে শাস্ত্রে করিস দস্তখৎ।
হায় পবিত্র মা'র মন্দিরে আজ কশাইখানার আর্ত্তরব
আজ কল্যানী মা'র বেদীর তলায় খুন্ জখমের মহোৎসব।
যত পাষণ্ডেরা মায়ের নামে হান্‌ছে বলী সর্ব্বদাই,—
তারা 'মার প্রসাদী' নাম দিয়ে তাই করছে
স্ব স্ব পেট বোঝাই।
ওরে নিত্য যেথা বীভৎস এই হত্যালীলা চল্‌ছে হায়,
সেথা 'মা' বলে' ডাক দেবার আগে খোঁজ করে' ভাখ
মা কোথায়?

নাট্য প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে ষ্টারে গোলকুণ্ডা খোলা হ'য়েছে। ক্ষীরোদ বাবু আলমগীর থেকে আরম্ভ ক'রে নাটকের এক নতুন ধারা অবলম্বন করেছেন। ঐতিহাসিক নাটককে ঘটনাবহুল না করে ভাববহুল করেছেন। তাঁর আলমগীরেও যে দোষ ক্রটী ছিল এতেও তা' আছে। কিন্তু মারামারি, কাটাকাটি ভিন্নও যে নাটক জমে, এবং Realistic নাটকের মধ্যে Romantic atmosphere এর সৃষ্টি ক'রেও যে নাটক লেখা যেতে পারে—গোলকুণ্ডার মধ্যে দিয়ে ক্ষীরোদবাবুর সেইটা প্রমাণ করবার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

বৈকালীর 'নাচঘরের' লেখক নাটকটীর মধ্যে কোন গুণই খুঁজে পান্‌নি। কিছু বুঝে এবং না বুঝে একখানি নাটককে এ রকম মুরুব্বিয়ানা চালে তুচ্ছ ক'রে দিলে হয়তো বাজারে হঠাৎ বাহাদুরী পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে বাহাদুরী শেষ পর্য্যন্ত ধোপে টেঁকেনা। বেদরদী একগুঁয়েভাবে কলম বাজী ক'রে বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করবার চেষ্টা না করলেই ভাল হয়। সরস্বতীর কলম খোন্তা নয়, এ জ্ঞান যাঁদের নেই তাঁদের পক্ষে নাট্যসমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র।

বারান্তরে গোলকুণ্ডার বিষয়ে বিশদ সমালোচনা করবার ইচ্ছা রইল। পাঠকদের সুবিধার জন্য এবারে গোলকুণ্ডার আখ্যানভাগ নীচে বিবৃত করা হ'ল।

"গোলকুণ্ডার অধিপতি কুতবশা'র রাজ্য ঔরংজেবের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ে। ঔরংজেব নিজপুত্র মহম্মদের সঙ্গে অপুত্রক কুতবশা'র এক কন্যার বিবাহ দ্বারা গোলকুণ্ডা রাজ্য আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে এক মহাত্মা ফকির ঔরংজেবের আশা প্রতিহত করে গোলকুণ্ডার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই ফকির হাসান-চরিত্রই নাটকের প্রধান আখ্যান বস্তু। হাসান গোলকুণ্ডার উজীর মীরজুম্‌লার হীন অবস্থার পরিত্যক্ত পুত্র। অতি শৈশবে হাসান পিতামাতা কর্ত্তৃক দাসরূপে এক ফকিরের কাছে বিক্রীত হয়েছিল। মীরজুম্লা ভাগ্যক্রমে এখন উজীর। হাসানের বয়স পঁচিশ বৎসর। হাসান সরল, উদার, ঈশ্বরবিশ্বাসী, তেজস্বী; আত্মসম্মানবোধ তার যথেষ্ট। সাধুর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হলে যেরূপ হওয়া সম্ভব—অনেকটা বৈরাগ্য অনেকটা উদাসীনের ভাব—সাহসটা যেন তার স্বাভাবিক গুণে পরিণত। সহসা তার উত্তেজনার ভাব আছে, কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী; মিথ্যার উপর তার আন্তরিক ক্রোধ। হাসান ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত, শান্তির আস্বাদ সে অনেকটা অনুভব করছে। এই জন্যই রাজকন্যার সৌন্দর্য্য প্রথমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। পিতামাতা কর্ত্তৃক নিজেকে বাল্যাবস্থায় পরিত্যক্ত জেনে আত্মসংযত যুবক সংসারের নির্ম্মমতায় মর্ম্মপীড়িত হ'য়ে ক্ষোভে, দুঃখে মরণে কৃতসংকল্প হ'ল। কিন্তু পথে মাতৃস্নেহের সাক্ষাৎ পেয়ে হাসান আত্মহারা হ'য়ে আবার জীবনের দিকে অগ্রসর হ'ল। "আমায় বাঁচতে হবে" বলে হাসান ফিরল। এদিকে সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাজকন্যা আরজ ও ফকীর হাসান অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হ'ল।" কিন্তু আভিজাত্য গর্ব্বিত কুতুবশা প্রথমে এক পথের দীনহীন ফকিরকে কন্যা দান করতে অসম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে হাসানের গুণগ্রামের পরিচয় পেয়ে এবং কন্যার মনোভাব জানতে পেরে তাকেই কন্যা দেবেন ব'লে স্থির করলেন। ততক্ষণে ঔরংজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেছেন।

কিন্তু তাঁরই পুত্র মংস্মর ঘটনাচক্রে বিদ্রোহী হ'য়ে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে হাসানের সঙ্গে কুতুবসার কন্যার মিলনের পথ সুগম ক'রে দিল।

মনোমোহন নাট্য-মন্দিরে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের নটী-সাম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী যোগদান ক'রেছেন—নাট্যামোদীদের কাছে এ আশা ও আনন্দের কথা! বহুদিন পরে তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয়কলা দর্শনে পরিতৃপ্ত হ'বার আশায় রইলাম।

একই আসরে শিশিরকুমার ও তারাসুন্দরীর অভিনয় একটা দেখবার জিনিষ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন্ নাটকে প্রথম আমরা তারাসুন্দরীকে দেখ্‌তে পাব? শুনতে পেলাম "পুণ্ডরী"কে তিনি 'পাগলিনীর' ভূমিকায় নামছেন। আর "জনার" ভূমিকা নির্ব্বাচন শেষ হ'য়ে গেছে; মহলাও নাকি সত্বর বস্‌বে। তারাসুন্দরী নিশ্চয়ই "জনা"র ভূমিকায় নাম্‌বেন। যে-সব নাটকে তারাসুন্দরীর অপূর্ব্ব অভিনয়ের স্মৃতি নাটারসিকদের মনে এখনও সজীব ও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, সেগুলির স্বত্ব ত' 'পরহস্তগত' নয়? আর তা' ছাড়া নাট্য-প্রতিভার দুর্ভিক্ষ-অবসানের ত' কোনও লক্ষণই দেখতে পাই না। নূতন নাটক নাই—নাট্যকার নাই; এ অবস্থায় শ্রেষ্ঠ নট-নটীগণের প্রতিভার বিকাশ হবে কি ক'রে? তারাসুন্দরীকে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে আনার জন্য মিশির বাবুর বাহাদুরী আছে বটে কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লে আমরা আরো সুখী হ'ব।

আর্ট থিয়েটার পুরাতন নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন দেখে আমরা সুখী হয়েছি। নূতন নাটক যখন পাওয়া ভার এবং যেসব পুরাতন নাটকগুলির অভিনয়ের আয়োজন তাঁরা ক'রছেন, সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট পদার্থ আছে, এবং তা'দের পূর্ব্বার্জ্জিত একটা প্রতিষ্ঠাও আছে; তখন সেগুলির পুনরভিনয় চিত্তাকর্ষক হবে বলেই মনে করি।

আর্ট থিয়েটারে এসপ্তাহে 'মৃণালিনী' অভিনয় হ'ল, পরের সপ্তাহে 'বিল্বমঙ্গল' হবে। "বিল্বমঙ্গলে" দেবেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় নামবেন শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী। আগেকার দিনে দেবেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় নাম্‌তেন শক্তিশালী অভিনেতা পূর্ণ বাবু ইদানীং তিনকড়ি বাবুও এই ভূমিকায় যশ অর্জ্জন করেছেন। শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীকে এই ভূমিকার গৌরব রাখ্‌তে দেখ্‌লে আমরা খুসী হ'ব।

মৃণালিনীতে

হেমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

ষ্টারে 'জনা' অভিনয়ের কল্পনাও চল্‌ছে। মন্দ নয়!—মনোমোহন ও ষ্টারে একই নাটকের অভিনয় দেখে আমরা নট-নটীদের কৃতিত্বের তুলনা কর্‌তে পারব। তা' ছাড়া প্রতিযোগিতায় গুণের উৎকর্ষ সাধিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রিয়দর্শন দুর্গাদাস বাবু পুনরায় অভিনয়ে যোগদান করেছেন আনন্দের কথা! মিনার্ভা থেকে সুশীলা সুন্দরীও আর্ট থিয়াটারে যোগদান করে প্রথমেই তিনি মৃণালিনীর ভূমিকায় নাম্‌ছেন। এ অভিনয়ে তাঁর বেশ সুনাম আছে।

সূচী

রাজনৈতিক অপরাধীর ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার

শোনা যাচ্ছে যে, যে সকল ব্যক্তি কোন নৈতিক অপরাধ ছাড়া রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হ'য়েছেন, তাঁরা ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে ভোট দিতে বা নির্ব্বাচন প্রার্থী হ'তে পার্‌বেন, গবর্ণমেণ্ট এরূপ সিদ্ধান্ত ক'রেছেন।

এই সম্পর্কে আরও শোনা যাচ্ছে যে, লালা লাজপৎ রায় ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ কর্‌বেন। লালা হংসরাজ বা লালা ছুনীচাঁদ তাঁদের পদত্যাগ ক'রে লালাজীর নির্ব্বাচনে সুবিধা ক'রে দিবেন।

পরলোকে কালীনাথ মিত্র

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল কালীনাথ মিত্র মহাশয় গত সোমবার অপরাহ্ণে ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁর ৫৮নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোক গমন ক'রেছেন। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক মনবেদনা প্রকাশ কর্‌ছি।

দরিদ্র ছাত্রদের সুযোগ

যে সকল দরিদ্র ছাত্রগণ এখনও দরখাস্ত করেননি, তাঁরা সহর ২১ বৃন্দাবন বসুর লেনস্থ ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর জয়েণ্ট সেক্রেটারীর নিকট উপযুক্ত প্রশংসাপত্র সহ আবেদন করুন। ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র ছাত্র থেকে নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ছাত্রগণকে পর্য্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সকল বিতরিত হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারী দরখাস্ত গ্রহণের শেষ দিন।

হিন্দু হোষ্টেলে চাঞ্চল্য

মিঃ এইচ, ই, ষ্টেপল্‌টনের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। মিঃ ষ্টেপল্‌টনের কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপ সমুদয় 'প্রিফেক্টস্' পদ ত্যাগ ক'রেছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত্রি হ'তে ছাত্রগণের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি হিসাবে নাম ডাকা বন্ধ হ'য়েছে। নূতন 'প্রিফেক্টসিপের' জন্য যাঁর নিকট যাওয়া হ'য়েছে, তিনিই উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হ'য়েছেন। হোষ্টেলে বিষম চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হ'য়েছে।

লাট ভবনে সম্মিলন

শনিবারে বেলা ১২টার সময় লাটভবনে এক সভা হ'য়ে গেছে। বাংলা দেশ মন্ত্রী চায় কিনা, তাই জান্‌বার জন্যে লাটসাহেব বিভিন্ন দলের জনকতক নেতাকে আহ্বান ক'রেছিলেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে স্যর ইইলোবী কেরি, মিঃ ভিলার্স, মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত; মিঃ কিরণশঙ্কর রায়, নবাব নবাবালি চৌধুরী, মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্, মিঃ যতীন্দ্রনাথ বসু, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মিঃ এন্, সি, সেন, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় এবং ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

মানবেন্দ্র রায়ের ভারতে চালানের কথা

তেমন কোন সরকারী খবর না পাওয়া গেলেও শুনা যাচ্ছে যে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়কে ফ্রান্স থেকে ভারতে নির্ব্বাসিত করা হ'য়েছে। কাণপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে হাজির করা হবে। মানবেন্দ্রকে ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মেণী (১৯২৩) ও সুইজার্ল্যাণ্ড হ'তে বিতাড়িত করা হয়। তিনি এসে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। সেখানে ফরাসী পুলিশের সন্দিগ্ধ কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে তাঁর মিলমিশ হয়। ফরাসী পুলিশ অ-ফরাসী কম্যুনিষ্টদের ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত ক'রেছেন। শ্রীযুক্ত রায় এক মেক্সিকান্ মহিলাকে বিবাহ ক'রেছেন। মহিলাটী সম্প্রতি প্যারিসেই আছেন।

পরলোকে রাধিকাপ্রসাদ

আমরা পরম দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি বর্ত্তমান বাংলার সঙ্গীতগুরু গুণীশ্রেষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী আর ইহ জগতে নাই। গত বৃহস্পতিবারে তিনি তাঁহার বিষ্ণুপুরের বাড়ীতে দেহত্যাগ ক'রেছেন। তাঁর এই অভাবিত মৃত্যুতে দেশের সঙ্গীতকলার যে ক্ষতি হ'ল অচির ভবিষ্যতে তাহা পূরণ হ'বার নয়।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ৭ই ফেব্রুয়ারী পোর্টসৈয়দে পৌঁছেছেন। বোধ হয় ১৮ই তারিখ ভারতে পৌঁছিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য একটু ভাল হয়েছে। ফেরবার পথে বোম্বাইতে তিনি কয়েকদিন থাক্‌বেন।

ভাইকম্ সত্যাগ্রহের জের

সমুদয় সাধারণ রাস্তা ও ভাইকম রাস্তা অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের ব্যবহার কর্‌তে দেওয়া হোক্, এই মর্ম্মে ত্রিবাঙ্কুর ব্যবস্থাপক সভায় অন্য এক প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সুদীর্ঘ বিতর্কের পর প্রস্তাবটী ভোটের অল্পতা হেতু সভায় গৃহীত হয়নি।

তারকেশ্বরে শিবরাত্রির মেলা

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ কুক, হুগলী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম ৭ই ফেব্রুয়ারী মোটরে ক'রে তারকেশ্বরে গিয়ে আগামী মেলার ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁরা স্বামী বিশ্বানন্দ ও কংগ্রেস ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এবার মেলার যেরূপ ব্যবস্থা হ'য়েছে, ইতিপূর্ব্বে কখনও সেরূপ হয়নি।

বৈঠকী

ছাত্রবন্ধু টম্‌সন্

শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ টম্‌সন্ এদেশ থেকে রাজদ্রোহের মূল উচ্ছেদ করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তাঁর ধারণা যে, বাঙলাদেশের কতকগুলি খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রই এই ভয়ঙ্কর রোগের বীজ ছাত্রদের মস্তিষ্কে চালান করে থাকে। অধ্যক্ষ টমসন তাই হুকুম দিয়েছেন যে, কলেজের ও কলেজ হোষ্টেলের পাঠাগার থেকে "অমৃতবাজার পত্রিকা" "ফরওয়ার্ড" ও "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি বার ক'রে দেওয়া হ'বে।

আমরা বলি এই সকল কাগজের পরিবর্ত্তে টম্‌সন্ সাহেব যদি Epiphany, ঈশ্বর বলিয়াছেন, Businessman, Exchange Gazette প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করেন তাহ'লে ছাত্রদের ইহকাল ও পরকালের ব্যবস্থা ভালই হয়।

"সেদিন কবে বা হ'বে"

সাহিত্যের স্যানিট্যারী কমিশনারের উপদ্রবেই রক্ষে ছিল না, তার উপরে আবার রঙ্গমঞ্চের স্যানিট্যারী কমিশানারের উদ্ভব হ'ল। এঁদের দুজনের যে রকম উৎসাহ তা'তে অচিরাৎ বাঙলা সাহিত্যমন্দির সংযমশিক্ষা ও নীতিপাঠের পঠনধ্বনিতে মুখরিত এবং বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই কীর্ত্তন-গীতে অনুরণিত হ'বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অহো, সেদিন কবে বা হবে?

"অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো
অনুগ্রহ কোরো না এ জনে"

আমাদের বঙ্গেশ্বর খুব বিবেচক ও করুণ হৃদয়। বাংলার নারীদের অপমানসূচক গালাগালি দিয়ে এবং পরে বাঙলার লোককে অর্ডিন্যান্স-বাণে ক্ষত বিক্ষত ক'রে তাঁর মন হঠাৎ করুণায় আপ্লুত হ'য়ে উঠেছে। তিনি আমাদের দেহের ও মনের ক্ষতপ্রলেপ স্বরূপ তাঁর শ্রীহস্ত আমাদের পিঠে বুলিয়ে দেবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা (বিলিতি) নারীকর্ম্মীসঙ্ঘে (Calcutta League of Women's workors) বক্তৃতা দেবার সুবিধা পেয়ে তিনি সকরুণ অভিযোগ করেছেন যে বাংলায় কোন সমাজ-সেবক-সঙ্ঘ নেই এবং তিনি বাংলা দেশকে সেবা করবার জন্যে সেজেগুজে বসে আছেন অথচ কেউ তাঁকে ডাকে না। আহা, বড় দুঃখের কথা তো! আমরা বলি, বাংলার পুলিশ আর মিলিটারিসঙ্ঘ আছে কিনা এই খবর রাখাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। আর শত শত ছোট ছোট সমাজ-সেবক-সঙ্ঘ বাদ দিয়েও রামকৃষ্ণ মিশন বা বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ রয়েছে সে খবর তিনি নাই রাখলেন! তাঁর কড়া হাতের মারটা একরকম স'য়ে গেছে ও হাতের সেবা আর সহ্য হ'বে না।

মনোমোহনে "মহানাটক"

কাব্যের ওপরে মহাকাব্যের কথা অনেকেই শুনেছেন এবং পড়েছেন। কিন্তু নাটকের উপর মহানাটকের কথা কেউ শুনেছেন কি? ব্যারিষ্টার নাট্যকার শ্রীশবাবুর দৌলতে আমরা পুণ্ডরীক মহানাটকের কথা শুনতে পেলাম। শুধু শোনা নয় শীঘ্রই চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌তে পাব। তবে এই মহানাটক মহা-মাংস এবং মহা-যাত্রার পর্য্যায়ের 'মহা' হয়ে পড়বে না তো?

মনোমোহনের অনেকেই তো বিদ্বান ও মহাপণ্ডিত আছেন! সেই জন্যেই বুঝি ওখানে মহানাটকের অবতারণা?

পুস্তক সমালোচনা

পৌরাণিক ভারত।—অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, ভাগবতরত্ন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান "শিশির পাবলিশিং হাউস"। মূল্য এক টাকা।

এখানি "শিশির পাবলিশিং"এর "পৃথিবীর ইতিহাসের" গ্রন্থমালার অন্তর্গত একখানি ইতিহাস। রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন "বৈদিক ভারতে" বৈদিক যুগের পরিচয় ও ইতিহাস লিখিয়াছেন। বিমানবাবু আলোচ্য গ্রন্থে পুরাণ-বর্ণিত রাজবংশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজন্যগণের কীর্ত্তিকথা আধুনিক ইতিহাসসম্মত প্রণালীতে বলিয়াছেন। গ্রন্থে পৌরাণিক যুগের শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম ও শিল্পকলা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল আলোচনা সহজ ও সরল অথচ গভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া লিখিত। লেখক গ্রন্থখানিতে তরুণগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ইংরাজি শিখিলে আর দেশের পুরাণ ইতিহাস জানিতে নাই—এই ভ্রান্ত ধারণা আজ দূর হইয়া গিয়াছে। তাই আমরা পুরাণের রাজাদের কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। দেশমাতৃকাকে কি করিয়া সেবা করিতে হয়, তাহা তোমরা এই সকল রাজাদের পুণ্যকাহিনী শুনিয়া জানিতে পারিবে।" বিমানবাবুর লেখার গুণে এই ইতিহাসখানি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ ইংরাজি বা বাঙ্গালায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই গ্রন্থখানি সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমাদর লাভ করিবে আশা করি।

আফ্রিকা।—অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম, এ, ভাগবতরত্ন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শিশির পাবলিশিং হাউস। মূল্য এক টাকা।

এখানিও "পৃথিবীর ইতিহাসের" অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বিমানবাবু যে কেবলমাত্র নিজের গবেষণা লইয়াই ব্যস্ত নাই—দেশে সৎসাহিত্যের সৃষ্টিতেও মনোনিবেশ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তি যদি দেশ বিদেশের ইতিহাসগুলি বাংলা ভাষায় সহজ করিয়া প্রকাশ করেন তবে দেশের ও সাহিত্যের অত্যন্ত উপকার হয়। বিমানবাবুর সরল লেখনীর প্রবন্ধগুলি আজ সর্ব্বত্র আদর লাভ করিতেছে। তাঁহার লিখিত এই গ্রন্থখানি ইতিহাস হইলেও নভেলের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ইহাতে আফ্রিকার অতীত গৌরব, তথাকার মুসলমান সভ্যতা, বর্ত্তমান যুগের আফ্রিকার আবিষ্কার কাহিনী ও আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। রোমের দ্বারা কার্থেজের ধ্বংস বর্ণনাটী স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভের যোগ্য।

শত বৎসরের স্থাপিত
কাঁটা ও নিক্তি
নির্ম্মাণ এবং মেরামত কারক
শ্রীচারুচন্দ্র কর্ম্মকার
কারখানা
৮নং নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা।

"ভুলনা আমায়"

আমরা বহু চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয় করিয়া, বিলাতী যাবতীয় এসেন্স অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অটো "ভুলনা আমায়" সাধারণের ব্যবহারের জন্য অল্পমূল্যে শিশি, মাত্র ।৹ আনায় দিতেছি। অটো "ভুলনা আমায়" রুমালে দিয়া রাখিলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত নন্দন পারিজাতের সৌগন্ধে মনপ্রাণ মাতোয়ারা করিবে। রুমালে গন্ধ না থাকিলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন। প্যাকিং পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

শ্রীবিজয়বসন্ত ঘোষ,
পারফিউমার এণ্ড কেমিষ্টস্। ১৫২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘোষ এণ্ড সন্স

জুয়েলার্স, ওয়াচমেকার্স এণ্ড অপ্টিসিয়ান্স

আধুনিক যুগের পছন্দসই বিবাহের সকল প্রকার গহনা সর্ব্বদা সুন্দররূপে তৈয়ারী করা হয়। নেকলেস্, ব্রেসলেট, ইয়ারিং, কাণফুল, বোতাম, সেফ্‌টীপিন প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুদ থাকে।

অর্ডারী ও পছন্দমত মীনার কাজ উত্তমরূপে হইয়া থাকে।

সকল রকম ঘড়ী ও আসল পাথরের চশমা বিক্রেতা। ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শ্বেত কুষ্ঠের মহৌষধ

—"লিউকোডার্মাইন" ব্যবহারে শত শত রোগীর শ্বেত সারিয়া যাইতেছে। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, বলেন—"এই ঔষধে আপাদমস্তক শ্বেত সারিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" মূল্য এক মাস ১০৲।

শ্রীরমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—
শ্বেতকুষ্ঠের অফিস, ৩৪ নং নেবুতলা লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

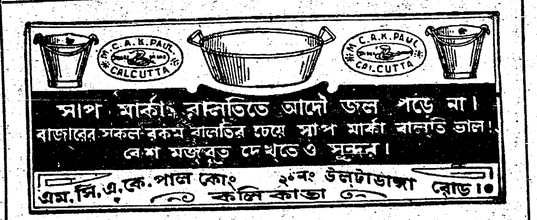

বৈঠকী

ছাত্রবন্ধু টমসন্

শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ টমসন্ এদেশ থেকে রাজদ্রোহের মূল উচ্ছেদ করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তাঁর ধারণা যে, বাঙলাদেশের কতকগুলি খবরের কাগজ ও মাসিকপত্রই এই ভয়ঙ্কর রোগের বীজ ছাত্রদের মাথাতে চালান করে থাকে। অধ্যক্ষ টমসন তাই হুকুম দিয়েছেন যে, কলেজের ও কলেজ হোষ্টেলের পাঠাগার থেকে "অমৃতবাজার পত্রিকা" "ফরওয়ার্ড" ও "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি বার ক'রে দেওয়া হ'বে।

আমরা বলি এই সকল কাগজের পরিবর্ত্তে টমসন্ সাহেব যদি Epiphany, ঈশ্বর বলিয়াছেন, Businessman, Exchange Gazette প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করেন তাহ'লে ছাত্রদের ইহকাল ও পরকালের ব্যবস্থা ভালই হয়।

"সেদিন কবে বা হ'বে"

সাহিত্যের স্যানিট্যারী কমিশনারের উপদ্রবেই রক্ষে ছিল না, তার উপরে আবার রঙ্গমঞ্চের স্যানিট্যারী কমিশনারের উদ্ভব হ'ল। এঁদের দুজনের যে রকম উৎসাহ তা'তে অচিরাৎ বাঙলা সাহিত্যমন্দির সংযমশিক্ষা ও নীতিপাঠের পঠনধ্বনিতে মুখরিত এবং বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই কীর্ত্তন-গীতে অনুরণিত হ'বার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অহো, সেদিন কবে বা হবে?

"অনুগ্রহ ক'রে এই কোরো

অনুগ্রহ কোরো না এ জনে"

আমাদের ধর্ম্মেশ্বর খুব বিবেচক ও করুণ হৃদয়। বাংলার নারীদের অপমানসূচক গালাগালি দিয়ে এবং পরে বাঙলার লোককে অভিন্যান্স-বাণে ক্ষত বিক্ষত ক'রে তাঁর মন হঠাৎ করুণায় আপ্লুত হ'য়ে উঠেছে। তিনি আমাদের দেহের ও মনের ক্ষতপ্রলেপ স্বরূপ তাঁর শ্রীহস্ত আমাদের পিঠে বুলিয়ে দেবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা (বিলাতি) নারীকর্মীসঙ্ঘে (Calcutta League of Women's workers) বক্তৃতা দেবার সুবিধা পেয়ে তিনি সকরুণ অভিযোগ করেছেন যে বাংলায় কোন সমাজ-সেবক-সঙ্ঘ নেই এবং তিনি বাংলা দেশকে সেবা করবার জন্যে সেজেগুজে বসে আছেন অথচ কেউ তাঁকে ডাকে না। আহা, বড় দুঃখের কথা তো! আমরা বলি, বাংলার পুলিশ আর মিলিটারিসঙ্ঘ আছে কিনা এই খবর রাখাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। আর শত শত ছোট ছোট সমাজ-সেবক-সঙ্ঘ বাদ দিয়েও রামকৃষ্ণ মিশন বা বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগ রয়েছে সে খবর তিনি নাই রাখলেন! তাঁর কড়া হাতের মারটা একরকম স'য়ে গেছে ও হাতের সেবা আর সহ্য হ'বে না।

মনোমোহনে "মহানাটক"

কাব্যের ওপরে মহাকাব্যের কথা অনেকেই শুনেছেন এবং পড়েছেন। কিন্তু নাটকের উপর মহানাটকের কথা কেউ শুনেছেন কি? ব্যারিষ্টার নাট্যকার শ্রীশবাবুর দৌলতে আমরা পুণ্ডরীক মহানাটকের কথা শুনতে পেলাম। শুধু শোনা নয় শীঘ্রই চর্ম্মচক্ষে দেখতে পাব। তবে এই মহানাটক মহা-মাংস এবং মহা-যাত্রার পর্য্যায়ের 'মহা' হয়ে পড়বে না তো?

মনোমোহনের অনেকেই তো বিদ্বান ও মহাপণ্ডিত আছেন! সেই জন্যেই বুঝি ওখানে মহানাটকের অবতারণা?

পুস্তক সমালোচনা

পৌরাণিক ভারত।—অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, ভাগবতরত্ন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান "শিশির পাবলিশিং হাউস"। মূল্য এক টাকা।

এখানি "শিশির পাবলিশিং"এর "পৃথিবীর ইতিহাসের" গ্রন্থমালার অন্তর্গত একখানি ইতিহাস। রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন "বৈদিক ভারতে" বৈদিক যুগের পরিচয় ও ইতিহাস লিখিয়াছেন। বিমানবাবু আলোচ্য গ্রন্থে পুরাণ-বর্ণিত রাজবংশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজন্যগণের কীর্ত্তিকথা আধুনিক ইতিহাসসম্মত প্রণালীতে বলিয়াছেন। গ্রন্থে পৌরাণিক যুগের শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম ও শিল্পকলা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল আলোচনা সহজ ও সরল অথচ গভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া লিখিত। লেখক গ্রন্থখানিতে তরুণগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ইংরাজি শিখিলে আর দেশের পুরাণ ইতিহাস জানিতে নাই—এই ভ্রান্ত ধারণা আজ দূর হইয়া গিয়াছে। তাই আমরা পুরাণের রাজাদের কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি। দেশমাতৃকাকে কি করিয়া সেবা করিতে হয়, তাহা তোমরা এই সকল রাজাদের পুণ্যকাহিনী শুনিয়া জানিতে পারিবে।" বিমানবাবুর লেখার গুণে এই ইতিহাসখানি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ ইংরাজি বা বাঙ্গালায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই গ্রন্থখানি সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সমাদর লাভ করিবে আশা করি।

আফ্রিকা।—অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম, এ, ভাগবতরত্ন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শিশির পাবলিশিং হাউস। মূল্য এক টাকা।

এখানিও "পৃথিবীর ইতিহাসের" অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বিমানবাবু যে কেবলমাত্র নিজের গবেষণা লইয়াই ব্যস্ত নাই—দেশে সৎসাহিত্যের সৃষ্টিতেও মনোনিবেশ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তি যদি দেশ বিদেশের ইতিহাসগুলি বাংলা ভাষায় সহজ করিয়া প্রকাশ করেন তবে দেশের ও সাহিত্যের অত্যন্ত উপকার হয়। বিমানবাবুর সরল লেখনার প্রবন্ধগুলি আজ সর্ব্বত্র আদর লাভ করিতেছে। তাঁহার লিখিত এই গ্রন্থখানি ইতিহাস হইলেও নভেলের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ইহাতে আফ্রিকার অতীত গৌরব, তথাকার মুসলমান সভ্যতা, বর্ত্তমান যুগের আফ্রিকার আবিষ্কার কাহিনী ও আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। রোমের দ্বারা কার্থেজের ধ্বংস বর্ণনাটী স্থায়ী সাহিত্যে স্থান লাভের যোগ্য।

শত বৎসরের স্থাপিত

কাঁটা ও নিক্তি

নির্ম্মাণ এবং মেরামত কারক

শ্রীচারুচন্দ্র কর্ম্মকার

কারখানা

৮নং নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা।

ঠিকানা ২০৬নং হ্যারিসন রোড, বড় বাজার।

২১৯নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট, (পোস্তা)

"ভুলনা আমায়"

আমরা বহু চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয় করিয়া, বিলাতী যাবতীয় এসেন্স অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অটো "ভুলনা আমায়" সাধারণের ব্যবহারের জন্য অল্পমূল্যে শিশি, মাত্র ৷৹ আনায় দিতেছি। অটো "ভুলনা আমায়" রুমালে দিয়া রাখিলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত নন্দন পারিজাতের সৌগন্ধে মনপ্রাণ মাতোয়ারা করিবে। রুমালে গন্ধ না থাকিলে মূল্য ফেরৎ পাইবেন। প্যাকিং পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।

শ্রীবিজয়বসন্ত ঘোষ,

পারফিউমার এণ্ড কেমিষ্টস্। ১৫২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঘোষ এণ্ড সন্স

জুয়েলার্স, ওয়াচমেকার্স এণ্ড অপ্টিসিয়ান্স

আধুনিক যুগের পছন্দসই বিবাহের সকল প্রকার গহনা সর্ব্বদা সুন্দররূপে তৈয়ারী করা হয়। নেকলেস্, ব্রেস্লেট, ইয়ারিং, কাণফুল, বোতাম, সেফ্টীপিন প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুদ থাকে।

অর্ডারী ও পছন্দমত মীনার কাজ উত্তমরূপে হইয়া থাকে।

সকল রকম ঘড়ী ও আসল পাথরের চশমা বিক্রেতা। ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শ্বেত কুষ্ঠের মহৌষধ

—"লিউকোডার্ম্মাইন" ব্যবহারে শত শত রোগীর শ্বেত সারিয়া যাইতেছে। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বলেন—"এই ঔষধে আপাদমস্তক শ্বেত সারিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" মূল্য এক মাস ১৲।

শ্রীরমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—

শ্বেতকুষ্ঠের অফিস, ৩৪ নং নেবুতলা লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

Reg. No. C. 979.　　অর্ডারের সময় "বিজলী"র নামোল্লেখ করিবেন।

সরকার হইতে রেজেষ্ট্রী করা শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ

হাভেলিমান চাঁদ

এই ঔষধ আরকের ন্যায়, ডাক্তার ফ্রান্স ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঔষধের দুই ফোঁটা মালাই কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া খাইলে, আধ ঘণ্টার মধ্যে এমন শক্তি পাইবে যাহা বোধ করা মুস্কিল হইবে। যে কোন রকমের পুরুষত্বহানি দুর্ব্বলতা অকাল বার্দ্ধক্য হউক না কেন, ইহা সেবনে সত্বর শক্তি ফিরিয়া আসে। এই ঔষধের ১ ফোঁটা ২ ফোঁটা রক্ত সৃষ্টি করিয়া মানুষের দেহ লৌহের ন্যায় কর্ম্মক্ষম করিয়া দেয়। প্রস্রাবের সহিত সাদা সাদা ধাতু নির্গমন, ধাতু পাতলা, হওয়া, স্বপ্নদোষ, বার বার প্রস্রাব যাওয়া, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, মস্তকের বেদনা, বেহায়া স্ত্রীলোকের গুপ্ত-রোগ—যাহাতে তাহাদের জীবনের সুখ নষ্ট হয় ও সন্তানাদি না হওয়া বা গর্ভপাত হওয়া—এই সমস্ত রোগ দূর করিতে এই ঔষধ অমৃতের সমান। মূল্য এক শিশি ১৷৷০, ৩ শিশির ক্রেতাকে এক শিশি বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। ডাঃ মাঃ ৷৷০।

এস, এম, ওছমান এণ্ড কোং, আগ্রা, ইউ, পি,

S. M. Usman & Co. Agra city, U. P.

"সোণার কমলে"র লেখিকা—শ্রীচারুশীলা মিত্র প্রণীত

জাহাজ ডুবি

মনোরম উপন্যাস—মূল্য ১৮০

সভ্যসমাজের রুচি অনুযায়ী

সব রকমের

উৎকৃষ্ট

পোষাক পরিচ্ছদ

সুলভে

অল্প সময়ের মধ্যে

সাইমন জনসন

এণ্ড

কোম্পানীর

দোকানে পাবেন

সাহেব বাড়ীর ৩০ বছরের অভিজ্ঞ

দরজীর হাতের বাজার সেরা

কাট্ছাঁট্ ফ্যাসান দোরস্ত

ইংরেজী পোষাক

নমুনা ও মূল্য তালিকার জন্য আজই

পত্র লিখুন

ঠিকানা ঃ—১৪বি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোষাক বিক্রেতা

যুধিষ্ঠির দাঁ

ও

মোহিত মোহন দাঁ

২১১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

মন্মথ নাথ দাঁ

ও

সুধীর মোহন দাঁ

২১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিন, সাইনবোর্ড, অয়েল

পেণ্টিং ও ছবি

সস্তা কোথায় ?

স্বরাজ পেণ্টিং হাউসে পরীক্ষা করুন

আর্টিষ্ট—কে, চ্যাটার্জ্জি (মেডালিষ্ট)

১২২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, আনন্দচক,

কলিকাতা।

অকৃত্রিম মৃগনাভি

তোলা—২৮৲ আটাশ টাকা

ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

সি, মিত্র এণ্ড কোং

২৮নং লোয়ার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"মৃগনাভি"

মাসিক পত্র

সংহতি

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

কয়েকজন লেখকের নাম—শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীনলিনী কিশোর গুহ, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ রায়।

কার্য্যালয়—১৬২।২ রসা রোড সাউথ, ভবানীপুর, কলিকাতা।

১৩।৩এ শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীট উপাসনা প্রেসে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।